DUET BULLETIN

VOLUME 09, ISSUE 01, JUNE 2025

06 CELEBRATION OF DIFFERENT NATIONAL DAYS

32 INTERNATIONAL CONFERENCE

33 SEMINAR, WORKSHOP EXHIBITION

53 PUBLICATIONS BY DUET FACULTY MEMBERS

DHAKA UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, GAZIPUR

DUET BULLETIN

Volume 09, Issue 01
June 2025

Dhaka University of Engineering & Technology, Gazipur

DUET BULLETIN

Volume 09, Issue 01
June 2025

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
মাননীয় উপাচার্য
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. মো. আরেফিন কাওসার
মাননীয় উপ-উপাচার্য
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রকাশনা কমিটি

সভাপতি
প্রফেসর ড. মো. আনওয়ারুল আবেদীন
পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ)

সদস্য
প্রফেসর মো. খালেদ খলিল
যন্ত্রকৌশল বিভাগ

প্রফেসর ড. মো. কামাল হোসেন
পুরকৌশল বিভাগ

প্রফেসর ড. বায়েজীদ ইসমাইল চৌধুরী
স্থাপত্য বিভাগ

সদস্য-সচিব
জনাব মোছা. কামরুন নাহার
উপ-পরিচালক
পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) এর দপ্তর

প্রচ্ছদ ডিজাইন
স্থাপত্য বিভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

চিত্রধারণ
পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) এর দপ্তর

মুখবন্ধ

শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য সময়োপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমরা উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের অনলাইনভিত্তিক পরিধি বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প কারখানার মধ্যে বহুমাত্রিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরিসহ দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রায় দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করাই এখন আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দেশে-বিদেশে তাঁদের মেধা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, খেলাধুলা, বিভিন্ন দিবস উদযাপনসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত আয়োজিত হচ্ছে। এবারের ডুয়েট বুলেটিনে (ভলিউম ০৯, ইস্যু ০১) ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত খবরাখবর ও ছবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ে যারা যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের দায়িত্বরত পদের বিষয়টি সেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুলেটিনটি প্রকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাসহ সার্বিক সহযোগিতা করেছেন বুলেটিনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। এছাড়া মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন উপদেষ্টা মাননীয় উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আরেফিন কাওসার। পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) দপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি দিয়ে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, পরিচালকবৃন্দের অফিস ও হলসহ অন্যান্য অফিসে কর্মরত সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

বুলেটিনটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) এর দপ্তরের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকবৃন্দ মার্জনার দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমরা আশা করছি। এছাড়া 'ডুয়েট বুলেটিন' নিয়মিত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আশা করি, বুলেটিনটি ডুয়েটের মুখপত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক খবরাখবর পরিবেশন করে পিপাসু পাঠকদের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে।

শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সৃষ্টিশীলতায় ডুয়েট হবে অগ্রদূত

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর-এর ২২ বছরের যাত্রা একটি স্বপ্নপূরণের ইতিহাস। ডুয়েট আজ প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও গবেষণায় দেশের উচ্চশিক্ষার একটি অন্যতম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশের টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে ডুয়েট। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে গবেষণাগার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী শিক্ষক, আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, উন্নত গবেষণা অবকাঠামো এবং টেকসই আবাসন সুবিধার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। উপাচার্য মহোদয়ের নির্দেশনা, পরামর্শ ও নেতৃত্বে বৈশ্বিক বাজারে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বমানের গবেষণাগার এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্ভাবনমুখী ডুয়েট গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। যাদের শ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মাধ্যমে ডুয়েট আজকের এই অবস্থানে এসেছে, বিশেষ করে ডুয়েট নামকরণের আন্দোলনে যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের প্রতি মাননীয় উপাচার্য গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো এন্ড জব ফেয়ার - ২০২৫ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ইতোমধ্যে ডুয়েটের 'গবেষণাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আধুনিকায়ন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য প্রস্তাব (ডিপিপি) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদন হওয়ার পথে রয়েছে। প্রায় ৩৫০০ শিক্ষার্থীর জন্য গবেষণাগার আধুনিকায়ন, একাডেমিক ও ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ, ১৬০০ শিক্ষার্থীর জন্য আবাসন সুবিধা এবং নিরাপত্তা ও আন্তঃক্যাম্পাস যোগাযোগের উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ডুয়েটের অগ্রযাত্রায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত গবেষণা, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সকলে ভূমিকা রাখবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ডুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগ গত ৩০ এপ্রিল অর্জন করেছে ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদাপূর্ণ অ্যাক্রেডিটেশন সনদের মতো এক গৌরবময় স্বীকৃতি। এই সনদ ডুয়েটের শিক্ষার মান, শিক্ষকদের নিষ্ঠা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দক্ষতার এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে ডুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগ দেশের স্থাপত্যশিল্পের পেশাগত মানদণ্ডে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করলো।

শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোলাবোরেশনের জন্য গত ১৬ জানুয়ারি দিনব্যাপী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো এন্ড জব ফেয়ার - ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে দেশি ও বিদেশি ৫০টিরও অধিক বিভিন্ন স্বনামধন্য ইন্ডাস্ট্রির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এই জব ফেয়ারের মাধ্যমে ডুয়েটের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) দপ্তরের মাধ্যমে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার (সিসিপিসি) বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রশাসনের মূল দৃষ্টি ছিল গবেষণা ও উদ্ভাবনের ওপর। ফলে সম্প্রতি একাধিক আন্তর্জাতিক একাডেমিক

কোলাবোরেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ডুয়েটের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়, যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ

দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের সাবস্টেশনে ১৫০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন

এবং উচ্চশিক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ডুয়েটের গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ডুয়েটে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে।

ডুয়েটের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও গবেষণার বিকাশ এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। লোডশেডিংয়ের সময় শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্ন পড়াশোনার সুবিধা সৃষ্টি করতে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনে ১৫০ কেভিএ জেনারেটর এবং বিজয়-২৪ হলে ২০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। ফলে জরুরি পরিস্থিতিতেও শিক্ষার্থীরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে এবং পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রয়াসে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, খেলাধুলা ও মানবিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে শহিদ আবু সাঈদ প্রশাসনিক ভবনের ছাদে নির্মিত মোট ১,৩০,০০০ গ্যালন ধারণক্ষমতার নতুন ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক সংযোজনের মাধ্যমে। এর ফলে আবাসিক এলাকা, একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাসে নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পানি মজুদ রাখা সম্ভব হয়েছে।

মূল ক্যাম্পাসের কেএনআই (বর্ধিত) হলের পাশে নবনির্মিত সংযোগ সড়ক দ্বিতীয় ক্যাম্পাস থেকে মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুগম ও দ্রুততর করেছে। এতে দীর্ঘপথ অতিক্রমজনিত অতিরিক্ত সময় ও কষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও সহপাঠ কার্যক্রমে আরও মনোযোগী হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্বকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে এসটিএ হলের সম্মুখে নির্মিত মানসম্পন্ন ক্রিকেট পিচ শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অনুশীলন ও ক্রীড়া দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করছে।

একই সঙ্গে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে নবনির্মিত ছাত্র হলের পশ্চিম পাশে প্রস্তুতকৃত প্রশস্ত খেলার মাঠ শিক্ষার্থীদের ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন আউটডোর খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। এসব উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা ও দলগত মনোভাব বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সুস্থ, প্রাণবন্ত ও প্রতিযোগিতামুখী শিক্ষাঙ্গন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সবুজ বনভূমির মনোরম পরিবেশবেষ্টিত এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে শক্তিশালী ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশে পরিণত করতে শিক্ষা, গবেষণা ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের চারণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে সৃষ্টিশীলতায় হবে অগ্রদূত।

দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে ছাত্র হলের পশ্চিম পাশে অবস্থিত খেলার মাঠ

বিভিন্ন কর্মসূচিতে বর্ষবরণ

নববর্ষের বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর-এ বর্ষবরণ উৎসব পালিত হয়েছে। বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৪ এপ্রিল সকালে 'নববর্ষের ঐকতান/ফ্যাসিবাদের অবসান'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ আবু সাঈদ প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখ থেকে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসারসহ বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, হল প্রভোস্ট, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং বিভিন্ন অফিস প্রধানবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

আনন্দ শোভাযাত্রা শেষে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

নববর্ষের শোভাযাত্রা শেষে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এবং মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। পরে নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের সম্মুখে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ডুয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণেও বাংলা নববর্ষ- ১৪৩২ উদযাপিত হয়েছে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস - ২০২৫ উদযাপন

ডুয়েট-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। গত ২৬ মার্চ দিবসটি উপলক্ষ্যে সূর্যোদয়ের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ আবু সাইদ প্রশাসনিক ভবন, উপাচার্য মহোদয়ের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন ও হলসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এবং মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার সকলকে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বাদ যোহর জাতির শান্তি, অগ্রগতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০২৫ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০২৫ এর র‍্যালি

ডুয়েট-এ 'অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন/ নারী ও কন্যার উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে সকালে একটি র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের পত্নী জনাব আফরোজা বেগম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসারের পত্নী জনাব কানিজ ফাতেমা বাণী।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি জনাব আফরোজা বেগম বলেন, 'সভ্যতার গোড়াপত্তনে ও বাঁকে বাঁকে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্প্রতি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সম্মুখ সারিতে থেকে নারীরা জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন এবং নিহত ও আহত হয়েছেন।' এ সময় তিনি সকল নারী শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের পূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন, 'নারীদের এত ত্যাগ ও অবদানের পরও তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এখনো নারীরা গৃহে নিয়ার্তনের

শিকার হচ্ছে, সম্পদের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতা আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করেছে।' নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন এবং নিরাপত্তার জন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে দৃঢ় ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

বিশেষ অতিথি জনাব কানিজ ফাতেমা বাণী বলেন, 'নারী ছাড়া পরিবার, সমাজ অচল। তবুও নারীদের অধিকারের জন্য নারী দিবস পালন করতে হয়। নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের জন্য আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও পুরুষের মানসিকতার উন্নয়ন ঘটানো গেলে তবেই নারীরা তাদের অধিকার, সমতা, সম্মান ও মর্যাদা পাবে।' তিনি নারীদের নিরাপদ জীবন ও নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'শুধু নারী দিবসই নয়, প্রতিদিনই আমরা নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের বিষয়ে সর্বোচ্চ সচেতন থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ডুয়েটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ কমিটি ও মাদামকুরী হলের আয়োজনে এবং উক্ত কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোছা. নাসরিন আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. উম্মে রায়হান, মাদামকুরী হলের প্রভোস্ট ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক

ডুয়েটে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। পুরুষের সফলতার সঙ্গে নারীর সফলতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে আমাদের বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জন্য একাডেমিক ও কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।' তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ কমিটি ও মাদামকুরী হল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমা, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনিয়া নাসরিন, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুমাইয়া কাজরী এবং মেডিকেল সেন্টারের ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার ও অফিস প্রধান ডা. রাবেয়া নাসরিন আখন্দ। অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় উপাচার্য, মাননীয় উপ-উপাচার্য, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ উপস্থিত অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ডুয়েট-এ গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস - ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাত ১২:০১ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় উপ-উপাচার্য, ডীন, বিভাগীয় প্রধান ও পরিচালকবৃন্দ। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রভোস্টগণের নেতৃত্বে বিভিন্ন হলসমূহের শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) এর দপ্তর, অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এর আগে রাত ১১:৩০ মিনিটে শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে মহান শহিদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম এবং পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়ে আমাদের দেশ উপহার দানকারী সকল শহিদ এবং পৃথিবীর ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের পূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, '১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা সভায় শহিদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য

মাধ্যমে আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি, আমরা মায়ের ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছি। এই আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলাম। এই আত্মত্যাগের আদর্শ ধারণ করেই ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। এই ধারাবাহিকতায় সকল বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে ২০২৪ সালে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, আমরা কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করি না। সকল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে অধিকার ও দাবি আদায়ের জন্য আমরা সকলেই এক কাতারে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে জানি। সেই সংগ্রামমুখর মন-মানসিকতা নিয়ে আমরা আমাদের প্রাণের এই ডুয়েটকে দেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে একটি উদাহরণ সৃষ্টিকারী অবস্থানে নিয়ে যাবো।' এ সময় তিনি শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনায় ডুয়েটকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় তিনি মহান শহিদ দিবসের তাৎপর্য ও ইতিহাস তুলে ধরে শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের ডীন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, প্রভোস্ট, অফিস প্রধানগণসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান শহিদ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সূর্যোদয় থেকে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বা'দ জুমা ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া, শান্তি কামনায় মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস - ২০২৫ উদযাপিত

'সমৃদ্ধ হোক গ্রন্থাগার/ এই আমাদের অঙ্গীকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ডুয়েট-এ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস - ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে গত ৫ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। দিবসটির শুভ উদ্বোধনের পর আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, '১৯৫২ সালের এই মাসে ভাষা শহিদদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার পেয়েছি। আমরা ভাষার জন্য যে ত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি করেছি, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। আমি মহান ভাষা আন্দোলনের সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। একই সঙ্গে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি।'

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস - ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন উপাচার্য মহোদয়

তিনি আরও বলেন, 'একটি জাতিকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে জানার জন্য জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই। আর এই জ্ঞানচর্চার আধার হলো গ্রন্থাগার। আমি শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ার জন্য সবাইকে বেশি বেশি বই পড়ার আহবান জানাই।'

দিবসটির শুভ উদ্বোধন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

এ সময় উপাচার্য মহোদয় গ্রন্থাগারের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, 'গ্রন্থাগার সমাজ তথা দেশকে বৈষম্যহীন করে গড়ে তুলতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিক্ষেত্রে গবেষণা, সংস্কৃতিচর্চা, চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশে তরুণ প্রজন্মকে আলোর পথ দেখায়। আমি মনে করি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মৃতি ধরে রাখতে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এর সঠিক ইতিহাস জানাতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে সেই লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও আধুনিক পাঠোপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ডুয়েটের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে।'

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য দেন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. শরাফত হোসেন, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়ব ও পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস।

ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মো. আবু আউয়াল সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, অফিস প্রধান এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে আতঙ্ক নয়, দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপই জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে পারে – ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রত্যেককে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি ও দুর্যোগকালীন প্রস্তুতির জন্য এগিয়ে আসতে হবে। আগুন, ভূমিকম্প বা যে কোনো আকস্মিক দুর্যোগে কীভাবে দ্রুত ও সঠিকভাবে নিজেদের সুরক্ষা করতে হয়, তা জানা ও শেখা অত্যন্ত জরুরি। দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে আতঙ্ক নয়, দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপই জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে পারে। এই ফায়ার ড্রিল প্রোগ্রাম কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি একটি জীবন রক্ষাকারী প্রশিক্ষণ।' গত ২৯ জুন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন, উদ্ধার ও জরুরি বহির্গমন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক "ফায়ার ড্রিল" প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

'ফায়ার ড্রিল' প্রোগ্রামে বক্তব্য দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, নিরাপত্তা জোরদার ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাজীপুর-এর উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন। অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাজীপুর।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য আরও বলেন, 'আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলে এমনভাবে আগুনের উৎস সন্ধান, প্রতিরোধ, প্রতিকার ও আগুন নেভানোর কৌশল রপ্ত করবো, যাতে আগুন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা না ঘটে। এর পাশাপাশি আমরা দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত স্থান ত্যাগ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং উদ্ধার কৌশলও আয়ত্ত করবো। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা শুধু প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানেই নয়, জীবনের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর প্রতিও সচেতন ও প্রস্তুত থাকবে। আমি আশা করি, এ ধরনের ফায়ার ড্রিল প্রোগ্রাম ক্যাম্পাসে একটি সুশৃঙ্খল, সচেতন ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নিজেদের নিরাপদ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' তিনি এই ধরনের ফায়ার ড্রিল প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাজীপুর এবং আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশেষ অতিথি মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'দুর্যোগ কখনো আগাম বার্তা দিয়ে আসে না। তাই কেবল অবকাঠামোগত নিরাপত্তা নয়, মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে এ ধরনের প্রোগ্রাম অত্যন্ত কার্যকর। আমরা চাই, ডুয়েট পরিবার একটি সচেতন এবং আত্মবিশ্বাসী কমিউনিটিতে পরিণত হোক।'

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডকালীন করণীয়, ফায়ার এক্সটিংগুইশারের ব্যবহার, জরুরি বহির্গমন, উদ্ধার কৌশল এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষকরা অংশগ্রহণকারীদের নানান পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়গুলো হাতে-কলমে শেখান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, অফিস প্রধানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'পৃথিবীটা আমাদের সকলের। পরিবেশ বা প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হওয়া মানে নিজেকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিদ্যাপীঠে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন টেকসই ও মানবিক বিশ্ব গঠনে সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিপূর্ণ পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস রূপান্তরে অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, পরিবেশের অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও আমাদের আরও সচেতন হতে হবে।' গত ২২ জুন দুইদিন ব্যাপী 'ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি'-এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

'প্লাস্টিক দূষণ আর নয়/ বন্ধ করার এখনি সময়' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, ক্যাম্পাস ওয়েলফেয়ার ও নিরাপত্তা

দুই দিনব্যাপী 'ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি' উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

কমিটির আয়োজনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস - ২০২৫ উপলক্ষ্যে এ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, ক্যাম্পাস ওয়েলফেয়ার ও নিরাপত্তা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমান।

মাননীয় উপাচার্য আরও বলেন, 'এই পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়নের অভিযানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ প্রাণপ্রিয় এই ডুয়েটকে সবুজায়ন ও পরিচ্ছন্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।' তিনি এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ক্যাম্পাসে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হচ্ছে

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'পরিবেশ সচেতনতায় এ ধরনের কর্মসূচি আমাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য তা টিকিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা শেখাবে।'

এ সময় ক্যাম্পাসে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হয়। 'ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি'-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অফিসের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ডুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগের গৌরবময় স্বীকৃতি আইএবি অ্যাক্রেডিটেশন

আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ করছেন মাননীয় উপাচার্য ও বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

ডুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগ গত ৩০ এপ্রিল অর্জন করেছে ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদাপূর্ণ অ্যাক্রেডিটেশন সনদের গৌরবময় স্বীকৃতি। এটি ডুয়েটের শিক্ষার মান, শিক্ষকদের নিষ্ঠা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দক্ষতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গত ১৫ মে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সনদ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। আরও উপস্থিত ছিলেন আর্কিটেকচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. বায়েজীদ ইসমাইল চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়বসহ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

এই স্বীকৃতির মাধ্যমে ডুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগ দেশের স্থাপত্যশিল্পের পেশাগত মানদণ্ডে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করেছে। আইএবি-এর এই স্বীকৃতি ভবিষ্যৎ স্থপতিদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। আধুনিক প্রযুক্তি, নান্দনিক চিন্তাশক্তি ও টেকসই স্থাপত্য চর্চার সমন্বয়ে এগিয়ে যাওয়া এই বিভাগটি গৌরবময় আইএবি অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে।

প্রথম সিএসই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

পায়রা, বেলুন উড্ডয়ন ও আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের (সিএসই) আয়োজনে গত ১৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে প্রথম সিএসই পুনর্মিলনী-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. শরাফত হোসেন ও পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম ।

উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী এই আয়োজনে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের পদচারণায় ক্যাম্পাস প্রাণবন্ত এক মিলনমেলায় রূপ নেয়। অ্যালামনাইবৃন্দ পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও ভাব-বিনিময়ে মেতে উঠেন। এটি সিএসই পরিবারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একসূত্রে গেঁথেছে। ফেলে আসা দিনের বন্ধুত্ব নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়েছে। এই আয়োজন নতুন সংযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি মহতী উদ্যোগ। যা পরবর্তী প্রজন্মের আইটি প্রফেশনালদের জীবন চলার পথকে প্রসারিত ও সুগম করবে।

অনুষ্ঠান সূচনা হয় শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন ও আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। পরে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এরপর দিনব্যাপী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে আলোচনা অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে এই প্রাণবন্ত আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানে সিএসই বিভাগের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অ্যালামনাইবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা তরুণ প্রজন্মের জন্য উদ্ভাবনী চিন্তা ও মেধা বিকাশের কার্যকর প্ল্যাটফর্ম - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের শেষ প্রান্তে এসে আমরা পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের আগমনী বার্তা শুনতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয়, প্রস্তুতি ও ভবিষ্যৎ ভাবনার এক নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণায় উৎকর্ষ সাধন এবং উদ্ভাবনী চিন্তাগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা তথ্য প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনী চিন্তা ও মেধা বিকাশ এবং সেই দক্ষতাগুলোর চর্চার জন্য একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী প্ল্যাটফর্ম। এই প্রতিযোগিতা আমাদের বাস্তব সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করবে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়েরও সুযোগ ঘটাবে।'

ডুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের আয়োজনে এবং ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটির সহযোগিতায় গত ৯ মে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ডুয়েট আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইইউপিসি) - ২০২৫ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য বলেন, 'তরুণ প্রজন্মই আগামী দিনের সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে। ডুয়েট একটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই পরিবর্তনের নেতৃত্বে থাকার জন্য প্রস্তুত। আমরা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং শিল্প-প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই, যাতে তারা কেবল দক্ষ পেশাজীবী নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ হয়ে উঠতে পারে।' এ সময় তিনি প্রাণপ্রিয় ডুয়েটের অগ্রযাত্রায় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ডুয়েট ও দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ ধরনের আয়োজনের জন্য সিএসই বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তথ্য-প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিনির্ভর নতুন বাংলাদেশ গঠনে এ ধরনের আয়োজন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইইউপিসি) - ২০২৫ উদ্বোধনকালে বক্তব্য দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য

সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অনুষ্ঠানের আহবায়ক অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল কাশেম, অধ্যাপক ড. মো. নাছিম আখতার, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, অধ্যাপক ড. মমতাজ বেগম, ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটির কাউন্সিলর ও সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটির মডারেটর ও অনুষ্ঠানের অরগানাইজিং সেক্রেটারি সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খাজা ইমরান মাসুদ। এছাড়া অরগানাইজিং সদস্য হিসেবে ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান বাপ্পি বক্তব্য রাখেন।

পরদিন ১০ মে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ শাকিল পারভেজ অডিটোরিয়ামে প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং আইইউপিসি - ২০২৫ এর টাইটেল স্পন্সর, ডুয়েটের এলামনাই ও বিটোপিয়া গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ মনির হোসেন। অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস।

সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অনুষ্ঠানের আহবায়ক অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. ফজলুল হাসান সিদ্দিকী, অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমান, ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটির মডারেটর ও অনুষ্ঠানের অরগানাইজিং সেক্রেটারি সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খাজা ইমরান মাসুদ। এছাড়া ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটির সভাপতি এসএম তানভীর আহমেদ এবং অনুষ্ঠানে স্পন্সরকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের হাত থেকে প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত আইসিটি অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ডুয়েটের সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থী সাব্বির হোসেন, প্রথম রানার আপ একই বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আবু রায়হান ও পঞ্চম স্থান অধিকারী মো. আরাফাত এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকারীগণ পুরস্কার গ্রহণ করেন। এরপর দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামিং কনটেস্টের চ্যাম্পিয়ন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দল এবং প্রথম রানার আপ ও দ্বিতীয় রানার আপ বুয়েটের দুটি দলসহ শীর্ষ দশটি দল পুরস্কার গ্রহণ করে। এছাড়া 'ফার্স্ট সলভার অ্যাওয়ার্ড' নামে একটি বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, দুই দিনব্যাপী এই প্রযুক্তি উৎসবে দেশের ৯০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪০টি প্রতিনিধিত্বকারী দল এবং প্রযুক্তিপ্রেমী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইইউপিসি) - ২০২৫ এর ইভেন্ট পরিদর্শনকালে উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, আয়োজকবৃন্দ

খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও পরিশ্রম করার মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে - ডুয়েট উপাচার্য

আন্তঃহল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা - ২০২৫ উদ্বোধনকালে বক্তব্য দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও পরিশ্রম করার মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলাসহ যেসব সম্ভাবনার দীপ্তি আছে, সেসব সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে হবে। আমি চাই, শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়, যাতে তারা আগামী দিনের বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে।'

গত ৮ মে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ক্লেমন আন্তঃহল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা - ২০২৫ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য ক্লেমন আন্তঃহল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে শুভকামনা জানিয়ে বলেন, 'খেলাধুলায় জয়-পরাজয় থাকবেই, কিন্তু সবচেয়ে বড় অর্জন হলো সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চরিত্র গঠন, মানবিক গুণাবলি, গ্রুপভিত্তিক কাজে নেতৃত্বদানসহ বিভিন্ন গুণাবলি

আন্তঃহল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা - ২০২৫ এর উদ্বোধন করছেন উপাচার্য মহোদয়

অর্জন করবে এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে ডুয়েটের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে ও দেশ ভালো ক্রীড়াবিদ পাবে।' এ সময় তিনি প্রাণপ্রিয় ডুয়েটের অগ্রযাত্রায় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ডুয়েট ও দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ ধরনের আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশেষ অতিথি মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'মানসিক প্রশান্তি, শারীরিক সুস্থতা ও একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী খেলাধুলাসহ অন্যান্য এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখবে বলে আমি আশা করি। আমি বিশ্বাস করি, 'এই প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে সহনশীলতা, বন্ধুত্ব ও আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলবে।'

প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফজলুর রহমান খান হল, ড. কুদরত-ই-খুদা হল, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হল, কাজী নজরুল ইসলাম হল, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল ও বিজয় ২৪ হলের ১০টি দল অংশগ্রহণ করে।

পরে গত ১৪ মে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় বিজয় ২৪ হলের ইলেভেন স্টার দল এবং রানার আপ হয় কাজী নজরুল ইসলাম (কেএনআই) হলের ডাইনামাইটস দল।

ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার এবং পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম।

উক্ত অনুষ্ঠানগুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, হল প্রভোস্ট, সহযোগী পরিচালক, সহকারী প্রভোস্ট এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চ্যাম্পিয়ন বিজয় ২৪ হলের ইলেভেন স্টার দল

বিশ্বমানের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে ডুয়েট হবে উদ্ভাবনমুখী - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন মানসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী শিক্ষক, আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, উন্নত গবেষণা অবকাঠামো এবং টেকসই আবাসন সুবিধা। বৈশ্বিক বাজারে কর্মসংস্থানের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবনমুখী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে। কেননা, বিশ্বমানের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে ডুয়েট হবে উদ্ভাবনমুখী।'

গত ১ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সৈয়দ মামুনুল আলম ডুয়েট পরিদর্শনকালে আয়োজিত এক সভায় উপাচার্য মহোদয় এসব কথা বলেন। সভায় ডুয়েটের 'গবেষণাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আধুনিকায়ন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

উপাচার্য মহোদয় বলেন, 'ডুয়েট দেশের টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে গবেষণাগার ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ডুয়েটের সক্ষমতার উন্নয়ন জরুরি। আমরা আশা করছি, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বের নেতৃত্বে অংশ নিতে পারবে আমাদের শিক্ষার্থীরা।' তিনি আরও বলেন, 'প্রায় ৩৫০০ শিক্ষার্থীর জন্য গবেষণাগার আধুনিকায়ন, একাডেমিক ও ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ, নতুন করে ১৬০০ শিক্ষার্থীর জন্য আবাসন সুবিধা এবং নিরাপত্তা ও আন্তঃক্যাম্পাস যোগাযোগের উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।' তিনি ডুয়েটের অগ্রযাত্রায় শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সকলকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত গবেষণা, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণপ্রিয় ডুয়েট ও দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে সকল শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান।

সভায় মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও স্থাপনায় সমৃদ্ধ হয়ে ডুয়েট হয়ে উঠবে গবেষণার একটি আদর্শ সূতিকাগার।'

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সৈয়দ মামুনুল আলম ডুয়েটের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের নানা বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

ডুয়েটের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক সভায় উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সঠিক সময়সীমা বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ও রেগুলেশনস অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাসহ প্রজেক্ট বাস্তবায়নে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাজেটসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভা শেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ল্যাব, হল ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিদর্শন করেন।

সভায় পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অফিস প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক একটি স্লাইড প্রেজেন্টেশন করে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কম্পট্রোলার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য পড়াশুনার পাশাপাশি এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস্ একান্তভাবে জরুরি - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'খেলাধুলার মতো এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস্ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষার পরিপূরক। এটা ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, চরিত্র গঠন এবং নেতৃত্বদানের মতো নানাবিধ ভালো গুণাবলি অর্জনে ভূমিকা রাখে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং মেধা বিকাশের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস্ একান্তভাবে জরুরি। তাই আমি মনে করি, আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মেধা, মনন এবং দেহের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সৎ গুণাবলি অর্জন করবে।'

তিনি প্রাণপ্রিয় ডুয়েটের অগ্রযাত্রায় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ডুয়েট ও দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

গত ৩০ এপ্রিল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ শাকিল পারভেজ অডিটোরিয়ামের সম্মুখ মাঠে আন্তঃহল ভলিবল প্রতিযোগিতা - ২০২৫ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন

আন্তঃহল ভলিবল প্রতিযোগিতা - ২০২৫ উদ্বোধনকালে বক্তব্য দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য

অর্জন করা যায়। আমি আশা করি, এই প্রতিযোগিতায় তোমরা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে অংশগ্রহণ করবে এবং তোমাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় হবে।'

এই প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফজলুর রহমান খান হল, ড. কুদরত-ই-খুদা হল, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হল, কাজী নজরুল ইসলাম হল, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল ও বিজয় ২৪ হলের ১০টি দল অংশগ্রহণ করে।

পরে ৬ মে বিকেলে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় কাজী নজরুল ইসলাম (কেএনআই) হলের ধূমকেতু দল এবং রানার আপ হয় বিজয় ২৪ হলের গ্লাডিয়েটরস দল।

কাওসার। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য আন্তঃহল ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে শুভকামনা জানিয়ে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও ক্রীড়াপ্রেম এই টুর্নামেন্টকে সার্থক করে তুলবে। আজকের এই প্রতিযোগিতা হোক তোমাদের ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য উদাহরণ।' তিনি এ ধরনের আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশেষ অতিথি মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। আর খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা

চ্যাম্পিয়ন কাজী নজরুল ইসলাম (কেএনআই) হলের ধূমকেতু দল

আন্তঃহল ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলসমূহ

ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার এবং পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। এতে সভাপতিত্ব করেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম।

উক্ত অনুষ্ঠানগুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, হল প্রভোস্ট, সহযোগী পরিচালক, সহকারী প্রভোস্ট এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাইকা প্রতিনিধিদলের ডুয়েট পরিদর্শন ও সভা অনুষ্ঠিত

সভায় উপস্থিত মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসারসহ শিক্ষকবৃন্দ

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় নীতিমালা প্রণয়নে ভূমিকা ও শিল্পখাতে চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর টেকনিক্যাল এডুকেশন এডভাইজারস্ টিমের প্রতিনিধিবৃন্দ গত ২৭ এপ্রিল ডুয়েট পরিদর্শন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রধান উপদেষ্টা মিসেস সায়েরি মুটো এবং শিল্প ও একাডেমিক সহযোগিতা বিশেষজ্ঞ ও জাপানের ওসাকা সাংগিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম. এম. আশরাফুল আলম।

সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'জাইকা প্রতিনিধিদলের ডুয়েট পরিদর্শন ও আজকের এই মতবিনিময় সভাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা এবং শিল্পখাতের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানবসম্পদ উন্নয়নে জাইকার ভূমিকা প্রশংসনীয়। ডুয়েট প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের শিল্পখাতের বিকাশে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ডুয়েটের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য একটি টেকসই, উদ্ভাবনমুখী এবং শিল্পমুখী মানবসম্পদ তৈরি করা, যারা দেশীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষাখাতে জাইকার প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান হবে এবং দেশের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে।' তিনি মতবিনিময় সভায় জাইকার প্রতিনিধি দল ও উপস্থিত অন্যান্য সকলকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'আজকের এই পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে আরও কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে, যা উচ্চশিক্ষার অগ্রযাত্রায় এবং দেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। আমরা জাইকার সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।'

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি, গবেষণা, প্রকাশনা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, প্রকাশনা, কনফারেন্স, সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য এবং আধুনিক ও উন্নত

ল্যাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণা সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজি ও পলিসিসহ দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভূমিকার বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পুরকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (ইন-চার্জ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদের, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, যন্ত্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. হিমাংশু ভৌমিক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, মেটেরিয়াল্‌স এন্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ মোস্তফা আফরোজ, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওয়াসিম দেওয়ান, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রাজু আহমেদ ও পুরকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. শিবলী আনোয়ার।

সভাশেষে প্রতিনিধিদলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ল্যাব পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা বিভাগের কার্যক্রম, শিক্ষা ও গবেষণা সরঞ্জাম ও সুযোগ-সুবিধার বর্তমান অবস্থা, অবকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগসহ শিল্প-কারখানার সঙ্গে সহযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, একাডেমিক জার্নাল বা প্রকাশনার তথ্য, বেসরকারি খাতের সঙ্গে সহযোগিতা এবং স্নাতকদের কর্মসংস্থানের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে বিকেলে প্রতিনিধিদলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার ইজিআইএস প্রতিনিধির সঙ্গে উপাচার্য মহোদয়ের সভা

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর-এ গত ১৩ এপ্রিল উপাচার্য মহোদয়ের কার্যালয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইজিআইএস-এর এক্সিকিউটিভ কনসালটেন্ট ওয়ান পিল পার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন-এর সঙ্গে এক সভায় মিলিত হয়।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. মো. শওকত ওসমান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক ও আইসিটি সেলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফজলুল হাসান সিদ্দিকী, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমান, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া এবং বিকস গ্লোবাল ডট কম-এর সিইও জাকির হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ডুয়েটের প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশন ও নতুন ল্যাবরেটরি স্থাপন, বিদ্যমান অবকাঠামোর আধুনিকায়ন এবং অ্যাডভান্সড রিসার্চ ও ইনোভেশন ফ্যাসিলিটি উন্নয়নের মাধ্যমে ডুয়েটকে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আমরা কাজ করছি।' তিনি এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে ডুয়েটের অবস্থান উন্নয়নে এবং শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে সকলকে এগিয়ে

আসার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, 'ডুয়েটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সকলে একযোগে কাজ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ সৃষ্টি করবো।' সভায় কোরিয়ান প্রতিষ্ঠানটি তথ্য প্রযুক্তি, বিগ ডাটা, এআই প্রযুক্তি, ক্লাউড কম্পিউটিং, আইওটি ইত্যাদি বিষয়ে ডুয়েটের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটির এক্সিকিউটিভ কনসালটেন্ট ওয়ান পিল পার্ক নির্দিষ্ট প্রজেক্ট প্রপোজালের মাধ্যমে ডুয়েটে আধুনিক ল্যাব স্থাপন, শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, স্কলারশিপের সুযোগ সৃষ্টি করাসহ ডুয়েটের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি ডুয়েটের সঙ্গে এমওইউ স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোলাবোরেশন ও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের প্রস্তাব করেন। এ সময় উপাচার্য মহোদয় ইজিআইএস-এর প্রতিনিধি ওয়ান পিল পার্ক-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার ডুয়েটকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, এছাড়া ওইদিন সকালে উপাচার্য মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের ডীন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, হল প্রভোস্ট, উপদেষ্টা, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, কম্পট্রোলার, লাইব্রেরিয়ান, প্রধান প্রকৌশলী, সহযোগী পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, সহকারী হল প্রভোস্টসহ বিভিন্ন অফিস প্রধান এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় সকলে ডুয়েটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ইনোভেটিভ টেক্সটাইল রিসার্চ কম্পিটিশন - ২০২৫ অনুষ্ঠিত

আইটিআরসি - ২০২৫ উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপাচার্য

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর-এ ইনোভেটিভ টেক্সটাইল রিসার্চ কম্পিটিশন - ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত এ কম্পিটিশনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার ও বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. আইয়ুব নবী খান। কী-নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাপানের ফুকই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজি নিকানে এবং অধ্যাপক ড. হিরোগাকি কাজুমাসা। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সাহিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সুন্দর এই আয়োজনের জন্য জাপান সরকারসহ ফুকোই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'আমরা শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর (এমওইউ) ও কোলাবোরেশনের মাধ্যমে ডুয়েটকে দেশের অন্যতম একটি শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছি। দিনে দিনে ডুয়েট বাংলাদেশের একটি অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হচ্ছে, যার কৃতিত্ব এখানকার চৌকস গ্র্যাজুয়েটদের। আমরা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছি যে, শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরামর্শের ক্ষেত্রে এবং প্রকল্প নীতি নির্ধারণে ডুয়েটের গ্র্যাজুয়েটরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে।' তিনি আরো বলেন, 'একনেকে ডুয়েটের একটি বড় প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, যেটি বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ল্যাবরেটরিগুলোর আধুনিকীকরণ, পুরাতন ভবন সংস্কার ও গবেষণা সুবিধা বাড়ানো সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে জাপানের ফুকোই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে রিসার্চ, ভিজিট, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্টাফ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালুর উদ্যোগ চলছে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'টেক্সটাইল বিষয়ক উদ্ভাবন এখন কেবল নান্দনিকতা এবং কমফোর্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ন্যানো প্রযুক্তির স্মার্ট পরিধেয়, বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পোজিট এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চালিত প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো সেক্টরগুলোতে বিস্তৃত। আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে থাকা টেক্সটাইল শিল্প এখন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ শিল্পকে আরও কার্যকর করা ও টেক্সটাইল উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য শক্তিশালী ইন্ডাস্ট্রি-ইউনিভার্সিটি সহযোগিতা ও গবেষণা প্রয়োজন।'

এর আগে জাপানের অধ্যাপকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও মাননীয় উপ-উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় তারা ডুয়েটের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও ফুকোই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত এমওইউ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। সভায় ফুকোই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এমওইউ কে আরও অধিকতর সফল, শক্তিশালী ও কার্যকর করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এসময় ডুয়েটের অনেক শিক্ষকই জাপান থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন শুনে ফুকোই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ আবেগাপ্লুত হন।

অধ্যাপক ড. কোজি নাকানে এবং অধ্যাপক ড. হিরোগাকি কাজুমাসার ডুয়েটে আগমন উপলক্ষে সোসাইটি অব টেক্সটাইল রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন বাংলাদেশ (এসটিআরআইবি) এর সহায়তায় ডুয়েটের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ইনোভেটিভ টেক্সটাইল রিসার্চ কম্পিটিশন-২০২৫ আয়োজন করে। এ আয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক গবেষকগণ তাদের গবেষণা প্রবন্ধ জমা দেন। এসব প্রবন্ধের মধ্য থেকে সেরা তিন গবেষককে পুরস্কৃত করা হয়; আর তাদের নির্বাচনের কাজটি অধ্যাপক ড. কোজি নাকানে এবং অধ্যাপক ড. হিরোগাকি কাজুমাসা সম্পন্ন করেন।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক ভূঁইয়া সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জাকারিয়া। উদ্বোধনী পর্বের পর টেকনিক্যাল সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, জাপানের ফুকোই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডুয়েটের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত এমওইউ এর ধারাবাহিকতায় জাপানের এই দুজন অধ্যাপক ডুয়েট পরিদর্শন করলেন।

জাপানের ফুকোই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

‘কোলাবোরেশন অ্যান্ড এমওইউ’ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

অনলাইন সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

ডুয়েট-এ ‘কোলাবোরেশন অ্যান্ড এমওইউ’ বিষয়ক অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চীনের জেইজিয়াং প্রদেশের হাংজো দিয়াংজি ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে অনলাইনে অনুষ্ঠিত এ সভায় যুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। এ সময় যুক্ত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আরও যুক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমওইউ সম্পাদন সংক্রান্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ মোস্তফা আফরোজ, অধ্যাপক ড. মো. আনওয়ারুল আবেদীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়ব। অপরদিকে সভায় যুক্ত ছিলেন হাংজো দিয়াংজি ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডীন প্রফেসর ড. জিং নি এবং প্রফেসর হু।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন অনলাইন মিটিংয়ে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রফেসর ড. জিং নি-কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘আমরা শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে ডুয়েটকে দেশের অন্যতম একটি শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে হাংজো দিয়াংজি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ, যৌথ প্রজেক্ট, পাবলিকেশন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাব ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের যৌথ সুপারভিশন, ভিজিট, ফ্যাকাল্টি ও শিক্ষার্থী এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাই।’ এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় একত্রে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার ডুয়েট সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন দেন। তিনি রিসার্চ, স্কলারশিপ

অনলাইন সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

ও কোলাবোরেশন অ্যান্ড রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি প্রণয়নের প্রতি গুরুত্ব তুলে ধরে কিভাবে শিক্ষার্থীরা হাংজো দিয়াংজি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে কাজ করতে পারে, সে বিষয়গুলো আলোকপাত করেন।

প্রফেসর ড. জিং নি হাংজো দিয়াংজি ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন দিয়ে ডুয়েট ও হাংজো দিয়াংজি ইউনিভার্সিটির মধ্যে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে রিসার্চ, ভিজিট, ফ্যাকাল্টি ও শিক্ষার্থী এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের জন্য কৌশল ও নীতি নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি ডুয়েটের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালুকরণের মাধ্যমে ক্যারিয়ার, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, স্কলারশিপ ও গবেষণা সেক্টরে হাংজো দিয়াংজি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

হিট প্রকল্পের সাব-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের সভা অনুষ্ঠিত

ডুয়েটে 'হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট)' প্রকল্পের সাব-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের একটি সভা গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। প্রকল্পের একাডেমিক ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (এটিএফ) মঞ্জুরের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের যে সকল সম্মানিত শিক্ষক ও গবেষক প্রকল্প জমা দিয়েছেন, তাঁরা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন প্রজেক্ট প্রোপোজাল প্রস্তুত থেকে শুরু করে একটি প্রজেক্ট সফলভাবে বাস্তবায়ন করার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশন ও নতুন ল্যাবরেটরি স্থাপন, বিদ্যমান অবকাঠামোর আধুনিকায়ন এবং অ্যাডভান্সড রিসার্চ ও ইনোভেশন সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি উন্নয়নের মাধ্যমে ডুয়েটকে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আমরা কাজ করছি।' তিনি এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে ডুয়েটের অবস্থান উন্নয়নে এবং শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

তিনি আরও বলেন, 'ডুয়েটের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী একই পরিবার হিসেবে একযোগে কাজ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টি কববো।' তিনি এই প্রকল্পে প্রোপোজাল জমাদানকারী সম্মানিত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

'হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট)' প্রকল্পের সাব-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এবং প্রোপোজাল জমাদানকারী শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ

ইউজিসি টিমের ডুয়েট আইকিউএসি পরিদর্শন ও দ্বিপাক্ষিক সভা

ইউজিসি টিমের সঙ্গে আইকিউএসির দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যসহ অতিথিবৃন্দ

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইকিউএসির কার্যক্রম অধিকতর গতিশীলকরণ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মাছুমা হাবিবের নেতৃত্বে একটি টিম গত ২৩ জানুয়ারি ডুয়েট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন টিমে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউজিসির কিউএআর বিভাগের পরিচালক ড. দূর্গা রানী সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক আকরাম আলী খান এবং উপ-পরিচালক মোরশেদ আলম খোন্দকার।

ইউজিসি টিম ডুয়েটে আইকিউএসি কার্যক্রমের বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার, আইকিউএসি পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রাজু আহমেদ এর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। দ্বিপাক্ষিক এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি দপ্তরের জনবল বাড়ানো, বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে প্যাটেন্ট বাড়ানো যায় এবং এ বিষয়ের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে ডুয়েটসহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং বাড়ানো বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। এছাড়া এ মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ডুয়েট ক্যাম্পাস সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে ইউজিসি টিম সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে ডুয়েট থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়ব, আইকিউএসির সাবেক পরিচালক ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, আইকিউএসির সাবেক পরিচালক ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনওয়ারুল আবেদীন, আইকিউএসির সাবেক পরিচালক ও কম্পট্রোলার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম, আইকিউএসির সাবেক অতিরিক্ত পরিচালক ও ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওয়াসিম দেওয়ান ও আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম।

মতবিনিময় শেষে পরিদর্শন টিম আইকিউএসি দপ্তর ও ডুয়েট নতুন ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। নতুন ক্যাম্পাসে নতুন ছাত্র হলসহ অন্যান্য স্থাপনা দেখে পরিদর্শন টিম সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইউজিসির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মাছুমা হাবিবের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ডুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ২৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫ এর উদ্বোধন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যসহ অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়ব, পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র) অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। প্রতিযোগিতাশেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল হক। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫ এ পতাকা উত্তোলন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্যসহ অতিথিবৃন্দ

ডুয়েটের নতুন ক্যাম্পাসে নির্মিত 'বিজয় ২৪ হল' এর শুভ উদ্বোধন

ফিতা কেটে ডুয়েটের নতুন ক্যাম্পাসে নির্মিত 'বিজয় ২৪ হল' উদ্বোধন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

ডুয়েট-এর নতুন ক্যাম্পাসে নির্মিত 'বিজয় ২৪ হল' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২২ জানুয়ারি সকালে হলটির শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার, পুরকৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদ আলম ও পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'বিজয় ২৪ হল' এর প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ।

হল উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, "দেশের আজকের এই বিজয়ের ভাগীদার ছাত্ররা। 'বিজয় ২৪ হল' টি নতুন হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হবে। এর ফলে তোমরা শিক্ষা ও গবেষণায় অধিকতর মনোনিবেশ করতে পারবে। তোমাদের আজকে এই হলে ওঠার ফলে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হলো। আশা করি দিনে দিনে আরও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ।" এ সময় তিনি শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা, কোলাবোরেশন ও র‍্যাংকিংয়ে ডুয়েটকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি প্রাণের এ ডুয়েটকে শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন।

মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার নতুন হলে আবাসিক শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'তোমরা তোমাদের পড়াশুনাটা ভালো করে চালিয়ে যাবে। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। আশা করি তোমরা সুন্দর ও সুষ্ঠু এ পরিবেশে লেখাপড়া করে ডুয়েট তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।' তিনি ছাত্রদের যৌক্তিক দাবিগুলো সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, বিদ্যুতের দ্বিতীয় লাইনসহ ইন্টারনেট ও মূল ক্যাম্পাসের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন পুরকৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদ আলম ও পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও 'বিজয় ২৪ হল' এর প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পুরকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. সুমন মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে 'বিজয় ২৪ হল' এ আবাসনপ্রাপ্ত পুরকৌশল বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র আসিফ ইকবাল তার নতুন হলে উঠার অনুভূতি প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিচালক, প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টগণ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, অফিস প্রধানগণসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'বিজয় ২৪ হল' এর উদ্বোধন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো এন্ড জব ফেয়ার - ২০২৫ অনুষ্ঠিত

উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এ শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোলাবোরেশনের জন্য গত ১৬ জানুয়ারি দিনব্যাপী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো এন্ড জব ফেয়ার - ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ মোস্তফা আফরোজ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কমিটির সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো ও জব ফেয়ার নয়; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম- যেখানে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ এবং শিল্পের বর্তমান চাহিদা পূরণের বিষয়ে দিক উন্মোচন করবে। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো ও জব ফেয়ার এমন একটি সুযোগ, যেখানে মেধাবী মস্তিষ্কগুলো তাদের উচ্চাশা নিয়ে একত্রিত হতে পারে, যেখানে একাডেমিক শিক্ষা এবং কোম্পানির চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব দক্ষতাগুলো একত্রিত হতে পারে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার চমৎকার দিকগুলোতে সফলতার পথ তৈরি হতে পারে। আমাদের শিক্ষার্থীরা যে উদ্ভাবন, গতিশীল ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে পা রাখতে চলছে, সেটি বুঝারও একটি সুযোগ এ আয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এবং পরিবর্তনের গতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রতিদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে আসছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে দক্ষ পেশাদারের প্রয়োজন এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি। আজকের এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে অংশীদার হয়ে আপনারা শুধু আমাদের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করছেন না, আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন প্রজন্মের ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে সংযুক্ত করছেন– যারা এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করবে।'

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আজকের দিনটি কয়েক বছরের পরিশ্রম, আবেগ এবং অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত ফল। কিন্তু আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- এটি শেষ নয়, এটি সূচনা মাত্র। এই জব ফেয়ার তোমাদের সামনে এমন একটি অনন্য সুযোগ নিয়ে এসেছে, যেখানে তোমরা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন এবং

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো এন্ড জব ফেয়ার - ২০২৫ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ও মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসারসহ অতিথিবৃন্দ

ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার তৈরির পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবে। এটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করবে।' এ সময় তিনি এমন প্রাণবন্ত আয়োজনের জন্য আয়োজক কমিটি ও অংশগ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'শিল্প ও শিক্ষার এই মেলবন্ধন কেবল আমাদের শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগই বৃদ্ধি করবে না, বরং শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতার ক্ষেত্রও প্রসারিত করবে। এর মাধ্যমে গবেষণার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে, যা দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সবসময়ই বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা এবং শিল্পের সাথে গবেষণার সমন্বয়ে দেশের উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো তারই একটি দৃষ্টান্ত। আমি আশা করি, আজকের এই আয়োজন থেকে নতুন নতুন ভাবনা ও উদ্ভাবনের জন্ম হবে, যা আমাদের শিল্পখাত এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।'

দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্বনামধন্য ইন্ডাস্ট্রির ঊর্ধ্বতন দেশি ও বিদেশি কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ডুয়েট অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে ইনসাইটস্ এন্ড কোম্পানি স্পটলাইটস্ পর্ব, রোবোটিক ইভেন্ট, কালচারাল ইভেন্টসহ পোস্টার প্রেজেন্টেশন হয়েছে।

উল্লেখ্য, দেশের স্বনামধন্য ৫০টির অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপো এন্ড জব ফেয়ার বর্তমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করবে এবং ডুয়েট গ্র্যাজুয়েটদের নিয়োগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ইন্ডাস্ট্রির প্রফেশনালদের সঙ্গে বহুমুখী কোলাবোরেশনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জুলাই '২৪ স্মৃতি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫ অনুষ্ঠিত

বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে 'জুলাই '২৪ স্মৃতি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫' এর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এ জুলাই '২৪ স্মৃতি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫ গত ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাঠাধ্যক্ষ ছিলেন পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র) অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম।

এ সময় জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা, অলিম্পিক ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলনসহ অলিম্পিক মশাল প্রজ্জ্বলন করে মাঠ প্রদক্ষিণ করা হয়। পরে মাঠাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম খেলাধুলার সকল নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে দেশ, জাতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রতিযোগীদের শপথবাক্য পাঠ করান। দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দসহ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং ক্যাম্পাসের শিশুরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডীন, বিভাগীয় প্রধান, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিচালক, প্রভোস্ট, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, অফিস প্রধানগণসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে ৩৪টি ইভেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার

বিতরণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ও মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসারসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র) অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডুয়েটের মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. মাজহারুল আলম ও আর্কিটেকচার বিভাগের প্রভাষক সুনিলা বিনতে আহসান।

'জুলাই '২৪ স্মৃতি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫' শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ও মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসারসহ অতিথিবৃন্দ

গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রযুক্তিনির্ভর বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'বর্তমানে প্রযুক্তিই হচ্ছে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে আমাদের সামনে এসেছে নতুন সম্ভাবনা, আবার চ্যালেঞ্জও। তবে গবেষণা ও প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিকতা, নৈতিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে আগামীর পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারলেই প্রযুক্তিনির্ভর, টেকসই ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো।' গত ২৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের আয়োজনে শহিদ শাকিল পারভেজ অডিটোরিয়ামে দুই দিনব্যাপী "নেক্সট-জেনারেশন কম্পিউটিং, আইওটি অ্যান্ড মেশিন লার্নিং" বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কনফারেন্সের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় উপাচার্য আরও বলেন, 'এ সম্মেলন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ক্লাউড কম্পিউটিং ও ইন্টারনেট অব থিংসসহ বিভিন্ন সিস্টেম এবং আসন্ন পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা এবং সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেমসহ মানবিক ও প্রযুক্তির সমন্বয়ের দর্শন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আমি মনে করি, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গড়ে

আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনকালে বক্তব্য দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য

আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

তোলার লক্ষ্যে গবেষণা ও উদ্ভাবনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রাণপ্রিয় ডুয়েট ও দেশকে এগিয়ে নিতে আজকের এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্স নতুন প্রজন্মের গবেষকদের সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করবে। আমি আশা করি, এই কনফারেন্সে দেশ-বিদেশের গবেষক ও প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হচ্ছে, তা একাডেমিক গবেষণাকে বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে রূপান্তরিত করতে বড় ভূমিকা রাখবে।' এ সময় তিনি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজনের জন্য সিএসই বিভাগ ও অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কনফারেন্সের পৃষ্ঠপোষক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'আগামী প্রজন্মের কম্পিউটিং শুধু গতির বিষয় নয়, এটি বুদ্ধিমত্তা, অভিযোজনশীলতা এবং আন্তঃসংযোগেরও বিষয়। তাই এই কনফারেন্স আমাদের জন্য এমন একটি প্ল্যাটফর্ম– যেখানে জ্ঞানের সঙ্গে সৃজনশীল কল্পনা মিলিত হয়ে নতুন নতুন ভাবনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে। আমাদের সবচেয়ে বড় আশার জায়গা, আমাদের ডুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থীরা শুধু এই প্রযুক্তিগুলো শিখছে না, বরং তারা রোবোটিক্সসহ বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান, শিল্পকারখানার জন্য অটোমেশন সিস্টেম তৈরি এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে সাফল্য অর্জন করছে।'

কনফারেন্সের জেনারেল চেয়ার ও সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. মমতাজ বেগম, অর্গানাইজিং চেয়ার অধ্যাপক ড. মো. নাছিম আখতার, টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম কমিটির চেয়ার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এবং আইইইই কম্পিউটার সোসাইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ার ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. কে. এম. আজহারুল হাসান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া পাহাং আল-সুলতান আবদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেরওয়ান সুলাইমান।

এ কনফারেন্সে মোট ১৫৭টি পেপার উপস্থাপিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, নরওয়ে ও কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ৩০০ জনেরও বেশি গবেষক ও প্রযুক্তিবিদ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা ও লাগসই যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে ডুয়েটের প্রকৌশলীরা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'কৃষিতে উদ্ভাবনী যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। এই সেক্টরে লাগসই গবেষণা ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে ডুয়েটের প্রকৌশলীরা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে ও পঞ্চম শিল্পবিপ্লব আবির্ভাবের সময় আমাদেরকে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তাই কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা ও লাগসই যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে ডুয়েটের প্রকৌশলীরা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে - ডুয়েট উপাচার্য।' গত ২৫ জুন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ শাকিল পারভেজ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বারি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির অবদান' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, 'দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও

সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এমন প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন হলে তা শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আগ্রহী করে তুলবে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।' এ সময় তিনি সেমিনার আয়োজনের জন্য বারি ও ডুয়েটের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) দপ্তরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উক্ত প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন এবং সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়ব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস, বারি-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ এরশাদুল হক। বারি-এর এফএমপিই বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও এফএমডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বারি-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ জাকারিয়া হোসেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'বারি দীর্ঘদিন ধরে মাঠ পর্যায়ে কৃষিতে নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবনে বারি এবং ডুয়েটের যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে। বারির গবেষণা অভিজ্ঞতা এবং ডুয়েটের প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয় আমাদের কৃষিখাতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।'

অনুষ্ঠানে কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধান, কৃষি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, আইডিয়া ও পোস্টার প্রেজেন্টেশনের উপর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, অফিস প্রধান, প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টবৃন্দ এবং বারির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ আরও অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত ছিলেন।

ফিতা কেটে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী মেলা উদ্বোধন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করতে আধুনিক দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই - ডুয়েট উপাচার্য

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নে দক্ষ জনবল ও আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করতে আধুনিক দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। প্রযুক্তিনির্ভর অফিস ও ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কৌশল অবলম্বন করা এখন সময়ের দাবি। তাই সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্টেশন ও তথ্য সংরক্ষণে সক্ষমতা অর্জনের জন্য এ ধরনের কর্মশালা একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ।' গত ২৪ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত "অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন" বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যতই শক্তিশালী হোক না কেন, এর কার্যকর বাস্তবায়ন নির্ভর করে দক্ষ, সময়ানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল অফিস ব্যবস্থাপনার উপর। তথ্যের সঠিক প্রবাহ, নথিপত্রের যথাযথ সংরক্ষণ, দাপ্তরিক শৃঙ্খলা এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণপ্রিয় এই ডুয়েটকে সর্বক্ষত্রে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে নিয়ে যাবো।' তিনি এই ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন ডুয়েটের কম্পট্রোলার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে দক্ষ প্রশাসনিক কর্মী একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটি শক্তিশালী ও দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে নিবিড়ভাবে কাজ করছি। আমি বিশ্বাস করি, এই কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্টেশন ও তথ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা আরও সুদৃঢ় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।'

কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম অফিস ব্যবস্থাপনার আধুনিক পদ্ধতি, সরকারি নীতিমালা, নথি সংরক্ষণের কৌশল, ডিজিটাল ফাইল মেইনটেনেন্স, রেকর্ডকিপিং, অফিসিয়াল যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদাহরণসহ কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে কর্মশালাটি সমাপ্ত হয়। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন অফিস ও শাখা এবং হলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিকীকরণ ও গুণগত মানোন্নয়নে অ্যাক্রেডিটেশন একটি চলমান প্রক্রিয়া - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিকীকরণ, গুণগত মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে অগ্রগতি এবং বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের প্রতিটি বিভাগকে স্ব-মূল্যায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে। অ্যাক্রেডিটেশন কেবল একটি সনদ নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া; যা শিক্ষার মান, দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দিক থেকে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সুদৃঢ় করে। ডুয়েটের সকলে একযোগে কাজ করলে আমাদের পক্ষে মানসম্পন্ন, সময়োপযোগী শিক্ষা এবং দেশ-বিদেশের অ্যাক্রেডিটেশন লাভ করা সম্ভব হবে।' গত ২৩ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত "দি ইম্পরট্যান্স অব অ্যাক্রেডিটেশন ইন এডুকেশন" শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন একটি সমন্বিত প্রয়াসের ফলাফল। অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে দায়িত্বশীলতা এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারি। আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণপ্রিয় এই ডুয়েটকে জ্ঞান সৃষ্টি এবং শিক্ষা, উদ্ভাবন, গবেষণার উৎকর্ষতায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবো।' তিনি এই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য আইকিউএসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর পূর্ণকালীন সদস্য অধ্যাপক ড. এস. এম. কবীর। প্রোগ্রামটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য নির্দেশিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্ব-মূল্যায়ন, আউটকাম বেইজড এডুকেশন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বীকৃতি ও শিক্ষাগত সাফল্যের চাবিকাঠি। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের

মধ্যে দায়িত্ববোধ আরও সুদৃঢ় হবে এবং ডুয়েটকে একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

প্রোগ্রামে রিসোর্স পার্সন অধ্যাপক ড. এস. এম. কবীর অ্যাক্রেডিটেশনের উদ্দেশ্য, মানদণ্ড, স্ব-মূল্যায়নের ধাপ এবং আউটকাম বেইজড এডুকেশনের পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি সমাপ্ত হয়। প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, ইনস্টিটিউট পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ, অতিরিক্ত পরিচালক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রোগ্রাম সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য গবেষণা অন্তর্নিহিত শক্তি - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধির জন্য একাডেমিক টাইমফ্রেম ও গবেষণা কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে যুগোপযোগী পরিবেশ সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা হলো অন্তর্নিহিত শক্তি। তাই আজকের কর্মশালাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।' গত ১৮ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত 'পোস্টগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ প্রোপ্রোজাল: টুলস্ এন্ড টেকনিকস্' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণপ্রিয় এই ডুয়েটকে জ্ঞান সৃষ্টি এবং শিক্ষা, উদ্ভাবন, গবেষণার উৎকর্ষতায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবো।' তিনি এই ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য আইকিউএসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন ডুয়েটের পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) অধ্যাপক ড. মো. আনওয়ারুল আবেদীন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'গবেষণায় আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করে গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া যায়। আজকের কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত টুলস্ ও টেকনিকগুলো অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ডুয়েটকে একটি গবেষণাবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।'

কর্মশালার রিসোর্স পার্সন অধ্যাপক ড. মো. আনওয়ারুল আবেদীন একটি ভালো রিসার্চ প্রোপ্রোজাল লেখার টিপস্, টুলস্ ও টেকনিকস্ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি গবেষণা পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনায় একটি ভালো রিসার্চ প্রোপ্রোজাল লেখার মাধ্যমে একজন গবেষক কিভাবে একটি গবেষণার কাজ শুরু করে সফলভাবে শেষ করবেন, তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। এ সময় তিনি পোস্টগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে কর্মশালাটি সমাপ্ত হয়। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টির সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা খুবই জরুরি - ডুয়েট উপাচার্য

ডুয়েট-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষা করা, স্বীকৃতি লাভ, স্বত্ব নিশ্চিত করা প্রত্যেক গবেষক, উদ্ভাবকের অধিকার। বিশ্বজুড়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের পরিধি যত বাড়ছে, ততোই ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টির গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে উদ্ভাবন ও গবেষণাই টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। কিন্তু এসব উদ্ভাবন যদি সুরক্ষিত না থাকে, তবে উদ্ভাবকের স্বীকৃতি ও বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ হারানোর আশঙ্কা থাকে। তাই একজন গবেষক বা উদ্ভাবকের চিন্তা, ধারণা ও সৃজনশীলতার আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি সম্পর্কে সচেতনতা খুবই জরুরি।' গত ৬ মে 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের (এসিসিই) অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর সাবেক জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) ড. মুহাম্মদ রবিউল আলম। রিসোর্স পার্সন হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (পেটেন্ট) আমিন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম।

সেমিনারে উপাচার্য মহোদয় বলেন, 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান ছাড়া গবেষণার যথাযথ স্বীকৃতি ও সুরক্ষা সম্ভব নয়। আমি আশা করি, এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষক, গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে বিশদ ধারণা লাভ, আবেদন প্রক্রিয়া, নিবন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানবেন।' তিনি শিক্ষক, গবেষকদের মৌলিক কাজের স্বীকৃতির জন্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশ ও বিশ্বের দরবারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় ও মর্যাদা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। এ সময় তিনি সকলকে প্রাণপ্রিয় ডুয়েটের অগ্রযাত্রায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ডুয়েট ও দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ ধরনের সেমিনার আয়োজনের জন্য আয়োজক, আলোচক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক সমাজে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টির সুরক্ষার জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া, বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন এবং নীতিমালা জানা খুবই প্রয়োজন। আজকের সেমিনারে এসব বিষয়ে জানার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ উপকৃত হবেন।'

বিশ্বব্যাপী ২৬ এপ্রিল 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ডে' উদযাপনের অংশ হিসেবে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুয়েটের আইকিউএসি-এর উদ্যোগে পুরাতন একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আলোচকবৃন্দ শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় (পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্কস্ ও ডিজাইন রাইটস ইত্যাদি) নিয়ে ধারণা, আবেদন প্রক্রিয়া, নিবন্ধন পদ্ধতিসহ বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়। সেমিনারে ডুয়েটের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

‘পটেনশিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং জব এন্ড রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্কোপস ইন সোলার ফটোভোলটাইক এনার্জি টেকনোলজি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ডুয়েট-এ ‘পটেনশিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং জব এন্ড রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্কোপস ইন সোলার ফটোভোলটাইক এনার্জি টেকনোলজি’ শীর্ষক সেমিনার গত ২৪ এপ্রিল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের উদ্যোগে ও ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. শরাফত হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমান। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. নওশেদ আমিন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে টেকসই ও নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োগ ক্রমবর্ধিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সোলার ফটোভোলটাইক প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ খাতে রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা এবং অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ এসব ক্ষেত্রকে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে পারে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সোলার ফটোভোলটাইক প্রযুক্তি এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিতে পারে।’ তিনি বলেন, ‘দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনসহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা, গবেষণার উৎকর্ষতায় ডুয়েটকে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আমরা কাজ করছি।’ তিনি এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিষয়গুলোতে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে প্রাণের এই বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।’ তিনি এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ও আইকিউএসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, ‘বিশ্বব্যাপী সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে, তাতে দক্ষ প্রকৌশলীর চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আজকের এই সেমিনারটি অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য গবেষণার নতুন দিকগুলোর প্রতি সুযোগ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’

সেমিনারে অধ্যাপক ড. নওশেদ আমিন ফটোভোলটাইক প্রযুক্তি, সৌর শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক কৌশল, উন্নতমানের সেল ম্যাটেরিয়াল, উচ্চ দক্ষতার সোলার মডিউল এবং সৌর প্যানেল ডিজাইন ও ইনস্টলেশন, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, মডিউল ও ইনভার্টার অপ্টিমাইজেশন এবং স্মার্ট গ্রিড ইন্টিগ্রেশনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা ও নতুন নতুন চাকরির সুযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

‘রিসার্চ মেথডস্ : টুলস্ এন্ড টেকনিকস্’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এ ‘রিসার্চ মেথডস্ : টুলস্ এন্ড টেকনিকস্’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রামে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে রিসোর্স পার্সন হিসেবে টেকনিক্যাল সেশন পরিচালনা করেন ন্যাশনাল ইউসিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংয়ের জন্য একাডেমিক টাইমফ্রেম ও গবেষণা কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে যুগোপযোগী পরিবেশ সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তাই আজকের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণের এই ডুয়েটকে জ্ঞান সৃষ্টি এবং শিক্ষা, গবেষণার উৎকর্ষে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবো।’ তিনি এই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য আইকিউএসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, ‘গবেষণার মূল বিষয় হলো আগ্রহ। আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করে গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া যায়। আজকের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান অধিকতর উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে রিসোর্স পার্সন ন্যাশনাল ইউসিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ভালো গবেষক হওয়ার জন্য টিপস্, টুলস্ এন্ড টেকনিকস্ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি গবেষণা পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনায় একজন গবেষক কিভাবে একটি গবেষণার কাজ শুরু করে সফলভাবে শেষ করবেন, তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ - ২০২৫ এবং 'রুলস্ এন্ড রেগুলেশনস্ ফর ওবিই কারিকুলাম' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এ ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ - ২০২৫ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ শাকিল পারভেজ অডিটোরিয়ামে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, অফিস প্রধান ও আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'রুলস্ এন্ড রেগুলেশনস্ ফর আউটকাম বেইজড এডুকেশন (ওবিই) কারিকুলাম' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপ-উপাচার্য ও যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। অনুষ্ঠানে ডুয়েটের বিভিন্ন অনুষদের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুরকৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. শরাফত হোসেন, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদ আলম। স্বাগত বক্তব্য দেন পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়ব। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন নবীন শিক্ষার্থীদেরকে ডুয়েটের সবুজ ও শিক্ষাবান্ধব ক্যাম্পাসে স্বাগত জানান। তিনি ডুয়েটের মৌলিকত্বের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জনের বিষয়টি সকলকে অবগত করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষা, গবেষণায় ডুয়েটকে বিশ্বের দরবারে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'তোমরা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যেভাবে মেধার স্বাক্ষর রেখেছো, তেমনি আগামীতেও জ্ঞান অর্জন, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে।' এ সময় তিনি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণার উৎকর্ষে ডুয়েটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের

অনুষ্ঠানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়

সময়ানুবর্তিতা মেনে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে একাডেমিক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করা এবং সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে ডুয়েটের সুনাম আরও উজ্জ্বল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়ার পর 'রুলস্ এন্ড রেগুলেশনস্ ফর আউটকাম বেইজড এডুকেশন (ওবিই) কারিকুলাম' শীর্ষক সেমিনারের প্রেজেন্টেশন শুরু হয়। পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আর্থিক নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কম্পট্রোলার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম, পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদের, যানবাহন সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন পরিচালক (যানবাহন) অধ্যাপক ড. নাঈম মো. লুৎফুল হক, ক্যাম্পাস পরিচিতি তুলে ধরেন পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) দপ্তরের সহযোগী পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইজারদার সাব্বির হোসেন, ডুয়েটের লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহমান ফরহাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন মেডিকেল সেন্টারের অফিস প্রধান ও ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার ডা. রাবেয়া নাসরীন আখন্দ, আইসিটি বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন আইসিটি সেলের প্রোগ্রামার ইঞ্জিনিয়ার সোলাইমান আহমেদ। এছাড়া নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রথম বর্ষের তিনজন শিক্ষার্থী তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

আইকিউএসি-এর উদ্যোগে এবং পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) এর দপ্তর ও রেজিস্ট্রার অফিসের সহযোগিতায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, হল প্রভোস্ট, অফিস প্রধান এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তিন দিনব্যাপী 'ফুড সিস্টেমস্ ইয়ুথ লিডারশিপ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ডুয়েট-এ 'ফুড সিস্টেমস্ ইয়ুথ লিডারশিপ' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গত ১৫ এপ্রিল শেষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আয়োজনে সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (ইন-চার্জ) অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাকুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচারাল এন্ড বায়ো-রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. এমদাদুল হক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সায়েন্টিফিক অফিসার (ফুড টেকনোলোজি) জোহেব হাসান ফাহাদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন)-এর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ও স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (সান) ইয়ুথ নেটওর্য়াক বাংলাদেশ-এর ফোকাল মেহেদী হাসান বাপ্পী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'তরুণদের খাদ্য ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তুত করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে দক্ষ করে তুলতে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণার্থীরা স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবদান রাখতে শিখবে। বিশেষ করে তরুণদের মাঝে সচেতনতা, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা গড়ে উঠবে।'

তিনি আরও বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী নতুন এই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় তরুণ শিক্ষার্থীদের অতুলনীয় অবদান ও প্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে আমরা

তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীরা

সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণের ডুয়েটকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবো এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তরুণ শিক্ষার্থীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' তিনি এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি বিষয়ক তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রের সমন্বয় সাধন ও তৃণমূল পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের জন্য এই ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।' তিনি শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রশিক্ষণে ডুয়েটের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (সান) ইয়ুথ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ ও গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন) তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণটির সার্বিক সহযোগিতা করে।

দুই দিনব্যাপী 'প্রকিউরমেন্ট অব গুডস্ ইউজিং রেভিনিউ বাজেট : টিপস্ এন্ড ট্রিকস্' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ডুয়েট-এ দুই দিনব্যাপী 'প্রকিউরমেন্ট অব গুডস্ ইউজিং রেভিনিউ বাজেট : টিপস্ এন্ড ট্রিকস্' শীর্ষক সেমিনার গত ১০ মার্চ শেষ হয়েছে। গত ৯ মার্চ সকালে এই সেমিনারটি উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর ও কম্পট্রোলার অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. মো. শওকত ওসমান। দুইদিন ব্যাপী এই সেমিনারে রিসোর্স পার্সন হিসেবে টেকনিক্যাল সেশন পরিচালনা করেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. মো. শওকত ওসমান ও কম্পট্রোলার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।

সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'যে কোনো প্রকল্প বা কাজের ক্ষেত্রে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার আবশ্যক। এজন্য প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি, চাহিদাপত্র তৈরি, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রোপোজাল তৈরি ও প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে, যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং সকল স্টেকহোল্ডার সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করে, তবেই বিশ্ববিদ্যালয় সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য অনুযায়ী ডুয়েটে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে যুগোপযোগী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণের এই ডুয়েটকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।' তিনি এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের জন্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর ও কম্পট্রোলার অফিসসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'আজকের সেমিনারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় দূরদর্শিতার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান অধিকতর উন্নয়ন ও প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের সেমিনারে অংশগ্রহণ শিক্ষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রকিউরমেন্ট অব গুডস্ সম্পর্কিত ধারণা, প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি, চাহিদাপত্র তৈরি, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রোপোজাল তৈরি ও প্রয়োগসহ এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক জনাব তাসনিম নিশাত ঐশী। সেমিনারটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (টিকিউএম) ফর ইউনিভার্সিটি অফিশিয়ালস' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এ 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (টিকিউএম) ফর ইউনিভার্সিটি অফিশিয়ালস' শীর্ষক কর্মশালা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ রাজু আহমেদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে টেকনিক্যাল সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলর ও ডিভিশনাল হেড ইঞ্জি. মো. মামুনুর রশিদ। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। প্রকৌশল ক্ষেত্রেও ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট থিওরি রয়েছে। যেকোনো ক্ষেত্রে গুণগত ও মানসম্মত ফলাফল পাওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। একইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সকল স্টেকহোল্ডার যদি সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করে, তবেই বিশ্ববিদ্যালয় সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'নতুন এই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আমরা আমাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য অনুযায়ী ডুয়েটে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা,

গবেষণা ও উদ্ভাবনে যুগোপযোগী পরিবেশ তৈরিতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এজন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, দক্ষ প্রকৌশল গ্র্যাজুয়েট তৈরির লক্ষ্যে জ্ঞান উৎপাদন এবং শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে ডুয়েটকে বিশ্বমানের একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আমরা কাজ করছি। আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণের এই ডুয়েটকে সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবো।' তিনি এই ধরনের কর্মশালা আয়োজনের জন্য আইকিউএসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'আজকের কর্মশালার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যে কোনো ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনায় দূরদর্শিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান অধিকতর উন্নয়নের জন্য এ ধরনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ শিক্ষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

উক্ত কর্মশালার রিসোর্স পার্সন বিআইএম-এর প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলর ও ডিভিশনাল হেড ইঞ্জি. মো. মামুনুর রশিদ বলেন, 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (টিকিউএম) একটি শক্তিশালী পদ্ধতি; যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার মান এবং সামগ্রিক শেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য টিকিউএম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।' তিনি শিক্ষার্থীদের ওপর মনোযোগ, ক্রমাগত উন্নতি, কোলাবোরেশন এবং ঔনারশিপ বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করতে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে কর্মশালাটি সমাপ্ত হয়। কর্মশালাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'এন ইন্সপায়ারিং জার্নি অব এ সিনিয়র এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার : ফ্রম ডুয়েটস্ ফার্স্ট ব্যাচ টু দ্য বোয়িং কোম্পানি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ডুয়েট-এ 'এন ইন্সপায়ারিং জার্নি অব এ সিনিয়র এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার : ফ্রম ডুয়েটস্ ফার্স্ট ব্যাচ টু দ্য বোয়িং কোম্পানি' শীর্ষক একটি সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডুয়েটের সিন্ডিকেট সদস্য ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা-এর ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এয়ার কমোডর ড. মো. হোচ্ছাম-ই-হায়দার (অবঃ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়বের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. মনিরুল কবীর ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনওয়ারুল আবেদীন। কী-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডুয়েটের ইইই বিভাগের প্রথম ব্যাচের কৃতী শিক্ষার্থী আমেরিকার বোয়িং কোম্পানিতে কর্মরত সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জনাব খোরশেদ এ. খান। সেমিনারটি আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল ডুয়েটের 'আবেদীন রিসার্চ ল্যাব'।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'ডুয়েটকে একটি শিক্ষা ও গবেষণাবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে ইতোমধ্যে রিসার্চ-ফান্ডিং সাপোর্ট,

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন উপাচার্য মহোদয়

সেমিনারে অতিথিদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

স্কলারশিপ ও কোলাবোরেশন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, স্কলারশিপ প্রাপ্তি ও গবেষণা সেক্টরে যুক্ত হতে এ ধরনের সেমিনার তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।' এ সময় তিনি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন দক্ষ ও যোগ্য প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি ডুয়েটকে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং গবেষণা ও প্রকাশনায় এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারে কী-নোট স্পিকার আমেরিকার বোয়িং কোম্পানির সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জনাব খোরশেদ এ. খান ডুয়েটের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁর সংগ্রাম ও ডুয়েটের প্রথম দিকের ইতিহাস তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি তাঁর কর্মজীবন এবং একজন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ক্যারিয়ারের দীর্ঘ যাত্রার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি সেমিনারে ক্রিটিক্যাল ডিজাইনের প্রসেস ও গাইডলাইন, ডিজাইন ফিলোসফি, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রিয়েল প্রজেক্ট ও চ্যালেঞ্জ এবং বিভিন্ন ধরনের এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিন নিয়ে আলোচনা করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়। উক্ত সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'মাদক রোধ ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ' শীর্ষক সিরাত সেমিনার - ২০২৫ অনুষ্ঠিত

ডুয়েট-এ 'মাদক রোধ ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ' শীর্ষক সিরাত সেমিনার - ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ। আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন ডা. নাবিল একাডেমির সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ডা. নাবিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহা. আবু তৈয়ব। মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র) অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম।

সেমিনারের প্রধান আলোচক আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ-কে ক্রেস্ট দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'আমাদের আজকের এই আয়োজনের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো মাদকমুক্ত এবং নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা। আমাদের এই নতুন বাংলাদেশে আমরা আমাদের ভাইদের রক্তের উপর ও ছাত্র-জনতার ত্যাগের উপর দাঁড়িয়ে আছি। নতুন এই বাংলাদেশের পথচলায় আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ। এখন আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করবো, আমাদের দেশকে গড়ে তুলবো। আমরা দেশকে বহিঃশত্রুর সকল ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবো।' এ সময় তিনি মাদকমুক্ত সমাজ গঠন ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। ডুয়েটের উন্নয়নে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করায় উপাচার্য মহোদয় আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের জন্য সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'আজকের এই সিরাত সেমিনার - ২০২৫ আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিককে সামনে নিয়ে এসেছে। সমাজকে উন্নত ও শান্তিময় করার জন্য মাদকবিরোধী চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ অন্যতম প্রধান শর্ত। মাদক এমন একটি ঘাতক, যা মানুষের আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ধ্বংসাত্মক। এটি ব্যক্তিকে তার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত এবং পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত করে।'

সেমিনারটি তিনটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনের পর প্রথম অধিবেশনে মাদক ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন ডা. নাবিল। দ্বিতীয় অধিবেশনে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিরাতের ভূমিকা বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ। এ সময় হাফিজ ছাত্রদের তিলাওয়াত ও ডুয়েট মসজিদ থেকে হিফজকৃত হাফিজ ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান করা হয়। পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে ক্বিরাত, হামদ, নাত ও কাওয়ালী পরিবেশন করা হয়। সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও ডুয়েট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম মুফতি আব্দুল্লাহ আল মাসুমের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হায়ার স্টাডি বিষয়ক সেমিনার এবং এটিএফ সাব-প্রজেক্ট প্রোপোজালের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ডুয়েট-এ গত ৭ জানুয়ারি 'হায়ার স্টাডি অ্যাবরোড' শীর্ষক একটি সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ও ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি ও সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। সেমিনারটিতে প্যানেল এক্সপার্ট হিসেবে বক্তব্য দেন ডুয়েটের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওয়াসিম দেওয়ান, যুক্তরাজ্যের মিতসুবিশি ইলেক্ট্রিক-এর রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার ড. জাহেদুল ইসলাম এবং ডুয়েটের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. রাশেদ মিয়া। এছাড়া হায়ার স্টাডি বিষয়ক প্রেজেন্টেশন দেন সৌদি আরবের কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেলস্-এর এমএস পর্বের শিক্ষার্থী ও ডুয়েট অ্যালামনাই ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ। সেমিনারটি আয়োজনে যৌথভাবে

সহযোগিতায় ছিল আবেদীন রিসার্স ল্যাব ও ডুয়েট সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস্। উক্ত সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

এছাড়া একইদিনে 'রাইটিং এটিএফ সাব-প্রজেক্ট প্রোপোজাল' বিষয়ক আরেকটি কর্মশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ রাজু আহমেদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে টেকনিক্যাল সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হিট প্রজেক্টের উইং ম্যানেজার (এটিএফ ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ) অধ্যাপক ড. মো. মোজাহার আলী। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম। কর্মশালাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও পিএইচডি ডিগ্রীধারী সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে আমাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য স্থির করেছি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সকলের উদ্যোগে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণের এই ডুয়েটকে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবো। এজন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনসহ নানান কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ডুয়েটকে বিশ্বমানের একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আমরা কাজ করছি।' তিনি এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেকে একজন দক্ষ ও যোগ্য প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। এছাড়া কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি প্রজেক্ট প্রোপোজাল প্রস্তুত করা ও একটি প্রজেক্ট সফল ও বাস্তবায়ন করার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি এই ধরনের সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজনের জন্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ও আইকিউএসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার বলেন, 'রিসার্চ-ফান্ডিং সাপোর্ট, স্কলারশিপ ও কোলাবোরেশন ইত্যাদি বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ক্যারিয়ার গঠন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, স্কলারশিপ প্রাপ্তি ও গবেষণা সেক্টরে যুক্ত হতে এ ধরনের সেমিনার শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে।' এছাড়া কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি প্রোপোজাল রাইটিংয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন।

ডুয়েটে টেকনিক্যাল সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সেমিনার এবং কর্মশালাটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় উপাচার্য

ডুয়েট-এ 'চ্যালেঞ্জিং ফ্যাক্টরস্ ফর সিনথেটিক লিকুইড প্রোডাকশন ফ্রম গ্রীনহাউস গ্যাস' বিষয়ক সেমিনার এবং 'হরাইজনস্ ইন কম্প্রিহেনসিভ রিসার্চ, ইমপ্লিমেনটেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন' বিষয়ক কর্মশালা গত ১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ও ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনার ও কর্মশালাটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি ও সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার। সেমিনার ও কর্মশালাটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য দেন জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কেমিক্যাল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফ্যাকাল্টি ড. মো. শাহজাহান কুতুবী।

সেমিনার এবং কর্মশালাটির প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন নতুন বছরের শুরুতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন এই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় শিক্ষার্থীদের অতুলনীয় অবদান ও প্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণের এই ডুয়েটকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবো। এজন্য শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনাক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে ডুয়েটকে বিশ্বমানের একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আমরা কাজ করছি। ডুয়েটের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী একই পরিবার হিসেবে আমরা সকলে একযোগে কাজ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনাক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টি করবো।' তিনি এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সেমিনার এবং কর্মশালা ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে ডুয়েটের অবস্থান সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই ধরনের সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজনের জন্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ও আইকিউএসি-কে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য এ ধরনের সেমিনার বা কর্মশালা অত্যন্ত জরুরি। গবেষণা ও প্রকাশনায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের দেশে-বিদেশে গবেষণাধর্মী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে কাজ করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।'

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক জনাব সাইফুল্লাহ মাহমুদের সঞ্চালনায় উক্ত সেমিনার এবং কর্মশালাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগ, ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য অর্জন

আর্কজ্যাম - ২০২৫ প্রতিযোগিতায় স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের অর্জন

আর্কজ্যাম - ২০২৫ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

তরুণ আর্কিটেক্ট ও আর্কিটেকচার শিক্ষার্থীদের জন্য অনন্য প্ল্যাটফর্ম আর্কজ্যাম - ২০২৫ প্রতিযোগিতায় ডুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ইভেন্টে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (IAB) কর্তৃক আয়োজিত গত ২৫ মে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় স্থাপত্য বিভাগের মো. সাইফুর রহমান 'Building a Tree House' ইভেন্টে প্রথম রানার-আপ এবং '3D Composition with Found Materials'-এ দ্বিতীয় রানার-আপ হয়। এমডি ফেরদৌস হাসান 'Building a Tree House' এবং '3D Composition with Found Materials' ইভেন্টে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় রানার-আপ এবং 'Photography Competition- Day-3' ইভেন্টে প্রথম রানার-আপ হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঈশ্বর রায়, সুজন সাহা, আশরাফুল আলম, এমডি সাদেকুল ইসলাম, এ এস এম জিন্নুরাইন, গোলাম রাব্বি এবং ইকবাল হোসেন 'Building a Tree House' ইভেন্টে প্রথম রানার-আপ এবং '3D Composition with Found Materials' ইভেন্টে দ্বিতীয় রানার-আপ হয়ে ডুয়েটের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের আরও সাফল্য

ডুয়েট স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী জাকির হোসেন ও মো. মমিনুল ইসলাম গত ১৮ জানুয়ারি কুয়েটে আয়োজিত 'Reinforce 1.0 – National Civil Engineering' প্রতিযোগিতার CAD Master বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন এবং গত ২০ এপ্রিল চুয়েটে আয়োজিত 'Odyssey 2025' প্রতিযোগিতার CADZILLA বিভাগে প্রথম রানার-আপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

এছাড়া স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী বাসুদেব সরকার গত ১ জুন ২০২৫ তারিখে মর্যাদাপূর্ণ Association of Students of Architecture of Ireland (ASAI) এর ৩৯ তম বার্ষিক প্রতিযোগিতায় Observational Award of Distinction পুরস্কার লাভ করেন।

কুয়েটে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীর পুরস্কার গ্রহণ

নবীন বরণ ও ইংলিশ অলিম্পিয়াড - ২০২৫

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

English Language Club (ELC), DUET-এর উদ্যোগে গত ২৬ এপ্রিল শহিদ শাকিল পারভেজ মিলনায়তনে নবীন বরণ ও ইংলিশ অলিম্পিয়াড - ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের উপদেষ্টা ও মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ফাতেমা সুলতানা। ক্লাব সভাপতি রনি ইসলামের সভাপতিত্বে ক্লাবের লক্ষ্য, কার্যক্রম ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আমানুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান মানসুর। এরপর নির্বাহী সদস্যরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মজার ও শিক্ষণীয় 'ওয়ার্ড মাস্টার গেম' অনুষ্ঠিত হয়।

ELC, DUET শিক্ষার্থীদের ইংরেজি যোগাযোগ দক্ষতা, নেতৃত্ব ও সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরজুড়ে ইংলিশ অলিম্পিয়াড, প্রফেশনাল সিভি রাইটিং ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন ক্লাস, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, সেমিনার, ওয়েবিনার এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি GRE and US Full Fund Scholarship শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজিত হয়েছে।

ASCE Student Chapter, DUET-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ এবং জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য

ASCE Student Chapter, DUET বিশ্বখ্যাত American Society of Civil Engineers (ASCE) থেকে ২০২৫ সালের Letter of Honorable Mention অর্জন করেছে। গত ৭ এপ্রিল ২০২৫ American Society of Civil Engineers (ASCE) কর্তৃপক্ষ এই স্বীকৃতি প্রদান করে। এই অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও প্রফেশনাল উৎকর্ষ সাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ও ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ডুয়েটের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করার প্রেরণা হয়ে থাকবে।

ASCE Student Chapter, DUET-এর সদস্যরা বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। তারা গত ১৮ জানুয়ারি KUET-এ আয়োজিত 'Reinforce 1.0' প্রতিযোগিতায় 'Truss Triumph' এবং 'CAD Maestro' সেগমেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। পরবর্তীতে ১২ এপ্রিল ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (UAP) আয়োজিত 'CEnovus 1.0'-এর 'Poster Board' -এ চ্যাম্পিয়ন, 'Truss Mania' -এ দ্বিতীয় রানার-আপ, 'Mechanics Master (Senior)' -এ চ্যাম্পিয়ন ও দ্বিতীয় রানার-আপ, 'Mechanics Master (Junior)' -এ দ্বিতীয় রানার-আপ এবং 'Quick Buzz' -এ দ্বিতীয় রানার-আপ হয়। এছাড়া গত ২০ এপ্রিল CUET এর ASCE Student Chapter আয়োজিত 'Odyssey 2025' -এ Trust the Truss' -এ চ্যাম্পিয়ন এবং 'CADzila-এ Runner-up হয় এবং গত ২৫ মে সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আয়োজিত 'Conceptum 1.0' প্রতিযোগিতায় 'War of Truss'- এ দ্বিতীয় রানার-আপ হয়।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার গ্রহণ

প্রযুক্তি উৎসব DUET IUPC অনুষ্ঠিত

ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটি ও ডুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের আয়োজনে গত ৯-১০ মে ডুয়েট আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (DUET IUPC) - ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আইসিটি অলিম্পিয়াড এবং প্রোগ্রামিং কনটেস্টে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া 'ফার্স্ট সলভার অ্যাওয়ার্ড' নামে একটি বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। Betopia Group টাইটেলে আয়োজিত দুইদিন ব্যাপী এই প্রযুক্তি উৎসবে দেশের ৯০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪০টি প্রতিনিধিত্বকারী দল এবং প্রযুক্তিপ্রেমী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

ডুয়েট কম্পিউটার সোসাইটি বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আইসিটি অলিম্পিয়াড, প্রোগ্রামিং কনটেস্টসহ নানা রকম উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এছাড়া এই সোসাইটির উদ্যোগে সাইবার সিকিউরিটি, ওয়েব টেকনোলজি, কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং, ডেটা সায়েন্স বিষয়ে অনলাইন ও অফলাইন ক্লাস নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয়ে থাকে।

DUET IUPC অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

Publications by DUET Faculty Members
(January 2025 - June 2025)

Department of CE

1. M. R. Morshed, R. Akter, M. A. Hossain, M. Zinnurain, and M. Alam, "Exploring Traffic Crash Dynamics at Unsignalized Intersections: Insights from Dhaka Metropolitan Area," 8th International Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE), April, 2025.
2. M. A. Siam, A. Akter, M. A. Hossain, M. Zinnurain, and M. M. Rahman, "iRAP Road Safety Assessment along R780 Highway (Navaron-Baghachra-Kolaroa Highway) in Satkhira," 8th International Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE), April, 2025.
3. M. Zinnurain, M. Hasan, M. M. Rahman and G. Kirtonia, "Use of Steel Slag and Plastic Wastes in Asphalt Concrete: A Review," DUET Journal, Vol. 10, Issue 1, June, 2025.
4. M. K. H. Kawsar, M. J. M. Abdullah, M. S. Islam, M. Zinnurain and R. Hasan, "Factors Influencing Mode Choice for Trip Makers Between Gazipur and Dhaka: An Analytical Study," 8thInternational Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE), April, 2025.
5. M. N. I. Kazi, S. S. Bijoy, T. N. Aishee, M. J. M. Abdullah, M. Zinnurain and R. Mutsuddy, "Producing Self-Compacting Concrete Using Locally Available Materials in Bangladesh," 8thInternational Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE), April, 2025.
6. H. Hasan, M. M. Ahmmad, M. S. Nur, M. Zinnurain and M. H. Rahman, "Removal of Chromium from Poultry Slurry Using Rice Straw as Locally Available Adsorbent," 8thInternational Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE),April, 2025.
7. R. Mia, A. S. Khondaker, S. A. L. Rahat, M. S. Osman, Md. J. M. Abdullah, M. M. Ahmmad, and T. Das, "Removal of Color from Surface Water Using Natural Adsorbents," 8thInternational Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE-2025), April, 2025.
8. M. N. Alam, M. A. Noaman, K. H. Kawsar, A. Saleh, M. R. Karim, "Properties of Brick Aggregate Concrete Containing Plastic Waste as a Partial Replacement of Fine Aggregates," 8thInternational Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE 2025),April, 2025.
9. M. E. Ahmed, M. N. Islam, S. Jahan, M. J. M. Abdullah, R. Mia, M. M. Ahmmad, "Seismic Performance Evaluation of Setback Irregular RC Building by Time History Analysis," 8thInternational Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE 2025), April, 2025.
10. M.M. Hasan, A. Akter, Anikuzzaman, M. Alauddin, M.Z. Hasan, M.R. Islam, and M.R. Morshed, "Numerical Investigation of Erosion Near Riverbank and its Mitigation Through Groyne Placement in a Meandering Channel," 8th International Conference on Engineering Research, Innovation and Education (ICERIE 2025), April 2025.
11. M. A. Taiyab and M. J. Alam, "Effectiveness of the Underwater Tamping Method for Compaction of Sandy Soils," 1stInternational Conference on Recent Innovation in Civil Engineering and Architecture for Sustainable Development (IICASD-2024), pp. 228–244, April, 2025.

Department of EEE

12. S. Islam, M. R. Islam, Sanjid-E-Elahi, M. A. Abedin, T. Dökeroğlu and M. Rahman, "Recent Advances in the Tools and Techniques for AI-Aided Diagnosis of Atrial Fibrillation," Biophysics Reviews, Vol. 6, Issue 1, pp. 6.011301.1-19, Mar 2025.
13. M. A. Abedin, J. Hasan, A. Modak and S. Biswas, "Dynamic Thresholding based Real Time ECG Signal Processing and Monitoring System using FPGA," DUET Journal, Vol. 10, Issue 1, pp. 57 – 65, June 2025.
14. A. K. Saha, M. A. Abedin and K. Das, "A Comprehensive Study on the Existing Techniques of SOC Estimation of the EVs Battery," DUET Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 79 – 94, June 2025.
15. M. S. Hossain, R. R. Wahid, M. S. H. Talukder and M. N. Adnan, "Impact of Back Surface Layers on the Performance of $Zn_xCd_{1-x}S/Cu_2SnS_3$ (CTS) Solar Cell," Volume 10, Issue 1, June 2025.
16. M. R. I. Faruque, I. N. Idrus, S. Abdullah, T. Ramachandran, A. M. Siddiky, K. S. Al-mugren, and M. J. Hossain, "Crossed Metal SRR Metamaterial with High Impact Factor for Satellite Frequency Applications," Applied Physics A, Vol. 131, No. 7, pp. 544, 2025.
17. S. M. M. Alam, and M. H. Ali, "An Overview of State-of-the-Art Research on Smart Building Systems" Electronics, Vol. 14, Issue 13, pp. 2602, 2025.
18. M. M. Rana, S. M. M. Alam, F. A. Rafi, S. B. Deb, B. Agili, M. He, and M. H. Ali, "Comprehensive Review on the Charging Technologies of Electric Vehicles (EV) and Their Impact on Power Grid," IEEE Access, Vol. 13, pp. 35124–35156, 2025.
19. M. R. Islam, S. K. Biswas and J. Mustary, "Green-Synthesized Silver Nanoparticles as a Sustainable Seed Priming Agent for Improved Rice Cultivation," DUET Journal, Vol. 10, Issue 1, pp. 207-214, June 2025.
20. U. K. Das and A. K. Karmaker, "Optimizing PV power utilization instandalone battery systems with forecast-based charging management strategy," Global Energy Interconnection, Vol. 8, Issue 3, pp. 407-419, 2025.

Department of ME

21. M. S. Alam, M. A. Chowdhury, M. S. Islam, M. M. Islam, T. Khandaker, M. A. Gafur, and D. Islam, "Tailoring the Thermal and Thermomechanical Characteristics of Novel MAX Phase Boron Composites in High-Temperature Applications," Nanoscale Advances, Vol. 7, pp. 3077-3087, 2025.
22. A. Rahman, M. A. Chowdhury, M. T. Rahman, M. M. Rana, M. N. Ahmed, M. A. Zinnah, and M. M. Kamal Uddin, "Synthesis and Analysis of Borophene Through Magnesium-Activated Boron Using Combined Electrochemical Exfoliation and Sonication Techniques," Next Nanotechnology, Vol. 8, 2025.
23. M. S. Alam, M. A. Chowdhury, T. Khandaker, M. M. Islam, and M. S. Islam, "Self-generated B-MAX Phase Composites: The Effect of Sintering Temperature on Surface Morphology and Phase Composition," Materials Letters, Vol. 378, 2025.
24. M. A. Islam, N. Hossain, S. Hossain, F. Khan, S. Hossain, M. M. R. Arup, M. A. Chowdhury, and M. M. Rahman, "Advances of Hydroxyapatite Nanoparticles in Dental Implant Applications," International Dental Journal, Vol. 75, Issue 3, pp. 2272-2313, 2025.
25. M. M. Islam, M. A. Chowdhury, A. Talukder, N. Hossain, M. M. Rana, M. R. Khandaker, and R. A. Khan, "Enhancement of Moisture and Water Resistance in Chemically Treated and Gamma Irradiated Jute Fibers," Fibers and Polymers, Vol. 26, pp. 639-656, 2025.
26. F. Fiaz, A. Siddique, M. F. Rabbee, M. B. Hanif, S. M. Al-Baqami, S. M. S. Jillani, N. S. Almuqati, Md. R. Rahman, M. A. Chowdhury, M. N. Akhtar, M. M. R. Khan, M. M. Rahman, and T. A. Sheikh, "Advances in Spin Crossover Metal Complexes: A Comprehensive Review on its Gas Sensing Applications," Reviews in Inorganic Chemistry, 2025.

27. M. M. Islam, M. A. Chowdhury, A. Talukder, N. Hossain, M. M. Rana, M. A. I. Patwary, and R. A. Khan, "Effect of Time, Temperature and Chemical Concentration of Peracetic Acid Treatment on Enhancement of Crystallinity of Jute Fibers," Journal of Industrial Textiles, Vol. 55, 2025.
28. M. S. Alam, M. A. Chowdhury, M. A. Kowser, Md. M. Islam, M. A. Gafur, and M. S. Islam, "Negative Dielectric Constant and Impedance Analysis of Novel Self-Generated $Ti_3AlC_2$and Ti_4AlN_3 MAX Phase Reinforced Boron Composites," Open Ceramics, Vol. 21, 2025.
29. M. A. Kowser, H. Mahmud, M. A. Chowdhury, N. Hossain, J. J. Mim, and S. Islam, "Fabrication and Characterization of Corn Starch Based Bioplastic for Packaging Applications," Results in Materials, Vol. 25, March 2025.
30. U. K. Debnath, M. A. Chowdhury, N. Hossain, D. M. Nuruzzaman, A. Kowser, B. K. Roy, M. M. Rana, S. Barua, A. A. Mostazi, and M. B. Molla, "Synthesis and Characterization of Novel Hybrid Composites Using Nanofiller-Nanofibrous Coating for Industrial Applications," Journal of Engineering Research, Vol. 13, Issue 1, pp. 198-217, March 2025.
31. S. Islam, M. M. S. Ahmed, M. A. Islam, N. Hossain, and M. A. Chowdhury, "Advances in Nanoparticles in Targeted Drug Delivery – A review," Results in Surfaces and Interfaces, Vol. 19, May 2025.
32. N. Hossain, M. A. Chowdhury, J. J. Mim, F. Khan, S. Islam, M. H. Hossain, and M. M. Rana, "Development and Characterization of Silver, Zirconium Dioxide, and Hydroxyapatite Nanoparticles Reinforced Titanium-Based Nanocomposites," Composites and Advanced Materials, Vol. 34, April 2025.
33. M. I. Hossain, O. L. A. Harrysson, M. A. Chowdhury, and N. Hossain, "Impact of Graphene Nanoparticles on DLP-Printed Parts' Mechanical Behavior," Advances in Industrial and Manufacturing Engineering, Vol. 10, May 2025.
34. M. M. Islam, M. A. Chowdhury, A. Talukder, N. Hossain, M. M. Rana, M. A. I. Patwary, and R. A. Khan, "Enhancement of Crystallinity of Jute Fibers Through Surface Modification and Gamma Irradiation," Textile Research Journal, 2025.
35. M. S. I. Iqbal, M. A. K. Kashem, and M. A. Chowdhury, "A Machine Learning Framework for Discriminating Between Chatgpt and Web Search Results," Statistics, Optimization & Information Computing, Vol. 14, No. 2, 2025.
36. M. Mizanuzzaman, M. A. Chowdhury, T. Khandaker, M. S. Islam, M. A. Kowser, and M. M. Islam, "Advancements in Cathode Materials for High-Performance Rechargeable Magnesium-Ion Batteries," Journal of Energy Storage, Vol. 118, May 2025.
37. F. Khan, N. Hossain, J. J. Mim, S. M. R. Rahman, M. J. Iqbal, M. Billah, and M. A. Chowdhury, "Advances of composite materials in automobile applications – A review," Journal of Engineering Research, Vol. 13, June 2025.
38. T. Ahmed and H. M. M. Afroz, "Feasibility Study of District Cooling System Through a Simplified Model Experimentation," 1st IUT International Conference on Core Engineering and Technology, April 2025.
39. M. H. T. Mondal, M. A. Raihan, M. G. Hosen, M. A. Hasan, and H. M. M. Afroz, "Development and Performance Evaluation of Ultrasound Assisted Microwave Paddy Dryer," Applied Food Research, Vol. 5, Issue 1, June 2025.
40. J. M. Chakma, S. Hossen, M. A. A. Sumon, and M. Z. Abedin, "Numerical Modelling of Air Ventilation System in An isolated Room for Minimizing the Infection Risk of COVID-19 Type Pandemic," Preprints, 2025.
41. M. Abdullah, M. Z. Abedin, and S. R. Bakaul, "A Review on Synthesis and Characterization of Composites Reinforced with Nanoparticles, Glass Fiber, and Jute Fiber for Aerospace Applications," Results in Surfaces and Interfaces, Vol. 19, May 2025.
42. A. C. Kar and M. Z. Abedin, "Optimization of Indoor Airflow Distribution in Variable Refrigerant Flow Air Conditioning System: A Review," International Journal of Engineering Materials and Manufacture, Vol. 10, No. 2, April 2025.

43. M. Abdullah and M. Z. Abedin, "Computational Assessment of Winglet-Induced Variations in Pressure Coefficients on NACA 4418 Aircraft Wings," Advances in Mechanical Engineering, Vol. 17, Issue 1, January 2025.
44. A. Amin, R. I. Reja, M. A. A. Sumon, and M. Z. Abedin, "Performance Analysis of Annular Fins in Cylindrical Pipes: A Study on Heat Transfer and Fin Efficiency under Various Convection Modes," 8th International Conference on Mechanical, Industrial and Energy Engineering (ICMIEE 2024), January 2025.
45. M. A. Hossain, U. Rayhan, M. Mamun, A. Talukder, F. T. Zahra, M. Hossain, and S. C. Das "Development and Characterization of Biodiesel: Analyzing Properties Through GC-MS and Fuel Analyzer," 8th International Conference on Mechanical, Industrial & Energy Engineering (ICMIEE 2024), January 2025.
46. S. Rayhan and A. N. M. M. I. Mukut, "Experimental Analysis of Car Drag Reduction Through Contour Bump Application," International Journal of Vehicle Performance, Vol. 11, No. 1, 2025.
47. K. Sharmin, M. S. Rayhan, U. Habiba, and M. W. Dewan, "Synthesis of PVC-PEG Based Bio-Enhanced Scaffolds Modifying with SiO_2," Hybrid Advances, Vol. 8, March 2025.
48. M. A. Kalam, T. M. I. Mahlia, A. S. Silitonga, M. R. I. Fattah, M. M. Rahman, M. R. Mia, M. A. I. Malik, N. Moulis, A. Witts, J. Witts, and J. Sherlock, "Experimental Test and Optimization of Energy Additive for Combustible Fuels to Lower Pollutant Gases," Vehicle Technology and Automotive Engineering, April 2025.

Department of CSE

49. R. Khan and R. Islam, "X-SCSANet: Explainable Stack Convolutional Self-Attention Network for Brain Tumor Classification," International Journal of Intelligent Systems, March 2025.
50. M. J. Bae, N. K. Panigrahy, P. Dhara, M. Z. Hossain, W. O. Krawec, A. Russell, D. Towsley, and B. Wang, "Blockwise Post-processing in Satellite-Based Quantum Key Distribution," IEEE Network, Vol. 39, Issue 3, pp. 158–164, May 2025.
51. S. Mustary, M. A. Kashem, M. A. Chowdhury, and J. Uddin, "Algorithm-Driven Development of a Simulation Tool for Industrial Manipulator Stability Analysis," International Journal of Reconfigurable and Embedded Systems (IJRES), Vol. 14, No. 1, pp. 69–78, March 2025.
52. S. Mustary, M. A. Kashem,J. M. Sony, N. Hossain, and M. A. Chowdhury, "Advancing Stability in Robot Manipulators: A Review of Recent Progress and Parameters," Engineering Reports, Vol. 7, Issue 7, May 2025.
53. M. J. Hossain, M. J. Islam, M. Begum, M. R. Hoque, K. M. Foysol, M. H. Tohin, S. S. Islam, M. R. I. Faruque, and S. Abdullah, "Inverse C-shaped Complementary Split-ring Resonator-based NRI Meta-atom for Wireless Applications," Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, Vol. 64, No. 4, pp. 158–172, April 2025.
54. M. Begum, M. H. Shuvo, and J. Uddin, "MLRec: A Machine Learning-Based Recommendation System for High School Students Context of Bangladesh," Information, Vol. 16, No. 4, March 2025.
55. M. Begum, A. K. I. Riad, A. A. Mamun, T. Hossen, S. Uddin, M. N. Absur, and H. Shahriar, "Internet of Things (IoT)-Based Solutions for Uneven Roads and Balanced Vehicle Systems Using YOLOv8," Future Internet, Vol. 17, No. 6, May 2025.
56. A. Siddika, M. Begum, F. A. Farid, J. Uddin, and H. A. Karim, "Enhancing Software Defect Prediction Using Ensemble Techniques and Diverse Machine Learning Paradigms," Engineering, Vol. 6, No. 7, June 2025.
57. S. Sahoo, C. Shende, M. Z. Hossain, P. Patel, Y. Niu, X. Wang, S. Ware, J. Bi, J. Kamath, A. Russel, D. Song, Q. Yang, and B. Wang, "Cross-Platform Prediction of Depression Treatment Outcome Using Location Sensory Data on Smartphones," Preprint, March 2025.
58. M. S. Iqbal and M. A. Kashem, "A Machine Learning Framework for Identifying Sources of AI-Generated Text," Statistics, Optimization & Information Computing, Vol. 13, No. 5, pp. 2186–2204, April 2025.

59. J. Mohammad and M. A. Kashem, “Deep Learning Approach for Evaluating Air Pollution Using the RFM Model,” Nature Environment & Pollution Technology, Vol. 24, No. 2, June 2025.
60. M. S. Iqbal, M. A. Kashem, and M. A. C. Chowdhury, “A Machine Learning Framework for Discriminating between ChatGPT and Web Search Results,” Statistics, Optimization & Information Computing, Vol. 14, No. 2, pp. 756–769, May 2025.
61. F. A. Jibon and F. H. Siddiqui, “Epileptic Seizure Detection from EEG Signals using Autoencoder-based Graph Convolutional Neural Network,” International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), February 2025.
62. M. S. Alam and R. Islam, “Exploring Deep Feature Loss in Generative Adversarial Network for Satellite Image Resolution Enhancement,” in Proc. 2025 Int. Conf. Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), Feb. 2025.
63. R. Khan and R. Islam, “Robust Multiclass Brain Tumor Classification: Leveraging Swin Transformer and Feature Optimization with Ensemble Learning,” International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), February 2025.
64. H. Akhter and M. Begum, “Enhancing Driving Safety: Driver Behavior Analysis Via Lightweight CNN Model,” International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), February 2025.
65. S. Sarker, J. H. Rony, A. Rahman, and M. Begum, “Multi-head Attention Fusion Network for Mpox Screening Using Skin Lesion Image Analysis,” International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), February 2025.
66. A. I. Shiplu, M. R. Tapader, A. O. I. Raton, and M. S. Islam, “Efficient-AgriNet: A Hybrid Deep Learning Model for Crops Disease Detection,” 2nd International Conference on Next-Generation Computing, IoT and Machine Learning (NCIM), 2025.
67. A. Hossain, M. Begum, and M. A. Hossain, “HSTViT: A Hybrid Approach of Vision Transformers and Superimposing for Brain Stroke Classification and Lesion Area Quantification,” 2nd International Conference on Next-Generation Computing, IoT and Machine Learning (NCIM), 2025.
68. M. R. Karim, M. Kamal, A. Rahman, and A. Hossain, “An Explainable Ensemble Model for Credit Card Fraud Detection Using Advanced Data Balancing and Feature Selection Technique,” 2nd International Conference on Next-Generation Computing, IoT and Machine Learning (NCIM), 2025.
69. A. Prity and A. Hossain, “FT-HELC: A Fine-tuned Hybrid Ensemble Technique for Lung Cancer Classification and Prediction Using a Clinical Dataset,” 2nd International Conference on Next-Generation Computing, IoT and Machine Learning (NCIM), 2025.
70. A. Sikder, M. J. Islam, and M. W. R. Mia, “Predicting Purchase Intentions in Bangladesh’s Youth Market: A Competent Analysis of Machine Learning and Deep Learning Models,”International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), February 2025.
71. S. Oslovich, M. Z. Hossain, T. Thomas, B. Wang, W. O. Krawec, and K. Goodenough, “Efficient Quantum Conference Key Agreement Over Quantum Networks,”International Conference on Quantum Communications, Networking, and Computing (QCNC), May 2025.
72. M. M. Rahman and U. F. Rahim, “Real-Time Weed Detection Using Advanced Object Detection Models: A Comparative Study,” 2nd International Conference on Next-Generation Computing, IoT and Machine Learning (NCIM), June 2025.
73. U. F. Rahim, “Transforming Agriculture with Advanced Vision-Based Deep Learning: Recent Trends and Future Directions,” 8th International Symposium Toward the Future of Advanced Researches at Shizuoka University (ISFAR-SU), March 2025.
74. M. A. Rouf, M. Manirzzaman and O. A. Hannan, “A Compression-Based Data Structure on MapReduce System for Data Warehouse Management,” 2nd International Conference on Next-Generation Computing, IoT and Machine Learning (NCIM), June 2025.

Department of TE

75. M. B. Hoque, M. A. Hannan, P. Haque, S. Shovon, M. M. Rahman, M. A. Shahid, and S. Sheikh, "The Historical and Cultural Legacy of Muslin in South Asia: From Colonial Decline to Contemporary Revival," Textile, Vol. 23, No. 2, pp. 197–212, 2025.
76. M. B. Hoque, T. H. Oyshi, M. A. Hannan, P. Haque, M. M. Rahman, and M. A. Jalil, "Plant science: Pioneering Sustainable Solutions for Global Challenges," Probe - Plant & Animal Sciences, Vol. 7, No. 1, February 2025.
77. M. A. R. Bhuiyan, M. A. Bari, and M. A. Darda, "Thermal Barrier Performance of Natural Fiber-Reinforced Biocomposite Panels with the Reflective Surface for Conserving Heat Energy in Buildings," Energy Conversion and Management: X, Vol. 26, April 2025.
78. M. A. Darda, M. A.R. Bhuiyan, M. A. Bari, S. Islam, and M. J. Hossen, "Mechanically Robust and Thermally Insulating Natural Cotton Fiber-Reinforced Biocomposite Panels for Structural Applications," RSC advances, Vol. 15, Issue 12, pp. 9534-9545, April 2025.
79. M. A. Rashid, M. Y. Ali, M. A. Islam, and M. A. Kafi, "Investigating the Structure-Performance Correlation of Amines Based Recyclable Vanillin Epoxy Thermosets," Industrial Crops and Products, Vol. 224, February 2025.
80. T. Nazrun, M. K. Hassan, M. R. Hasnat, M. D. Hossain, B. Ahmed, and S. Saha, "A Comprehensive Review on Intumescent Coatings: Formulation, Manufacturing Methods, Research Development, and Issues," Fire, Vol. 8, Issue 4, p. 155, 2025.
81. T. Nazrun, M. K. Hassan, M. R. Hasnat, M. D. Hossain, and S. Saha, "Improving Fire Performance of Solid Aluminium of Composite Cladding Panels Incorporating Intumescent Coatings," Progress in Organic Coatings, Vol. 201, April 2025.
82. S. Khandaker, M. Fujibayashi, and T. Kuba, "Innovative Potassium Hexacyanoferrate Intercalated into Layered Double Hydroxide Adsorbent for Efficient Cesium Removal from Seawater," Separation and Purification Technology, Vol. 354, Part 5, February 2025.

Department of IPE

83. M. A. Mia, M. R. H. Chowdhury, N. M. A. U. Islam, and G. Fahim, "A Review on Innovative Solutions for Net Zero Carbon Building and Energy Efficiency,"IUT Journal of Engineering and Technology, Vol. 19, No. 1, pp. 216-236, 2025.

Department of Arch

84. N. A. Srijon, A. A. Rachi, R. N. Priota, and S. M. F. Faisal, "Impact of Street Greenery on Outdoor Thermal Comfort in the Context of Urban Microclimate of Dhaka City," International Journal of Research and Innovation in Applied Science, vol. 10, no. 6, pp. 88101, June, 2025.
85. M. Jebin, H. Anan and M. Mashuk-Ul-Alam, "Parametric Optimization of Window-to-Wall Ratio to Reduce Thermal Discomfort in Naturally Ventilated Multi-Storied Residential Building in Dhaka, DUET Journal, Volume 10, Issue 1, June 2025.

Department of MME

86. M. J. Islamand M. A. Rabin, "First-Principles and Numerical Investigation of a High-Efficiency Lead-Free $Rb_2NaGaBr_6$-Based Perovskite Solar Cell," DUET Journal, Vol. 10, Issue 1, pp. 95 – 103, June 2025.

Department of Mathematics

87. S. P. K. Sarker and M. M. Alam, "Numerical Analysis of Conjugate Mixed Convection Heat Transfer with Internal Heat Generation in a Wavy-Walled Lid-Driven Trapezoidal Cavity"Journal of Advances in Mathematics and Computer Science, Vol. 40, No. 03, Page 11-34, 2025.
88. K. H. Rahman andM. A. Taher, "A Case Study of the Dynamics and Thermodynamics of Cyclone Titli in the Bay of Bengal," Weather, Vol.99, No.09, pp.15-23, February 2025.
89. R. Biswas, M. M. Rahman, A. Khanom, and M. A. Taher, "Heat transfer performance analysis through inline and staggered grooved microchannel using lattice Boltzmann method," Journal of Energy and Thermofluids Engineering, Vol.05, pp. 11-23, 2025.
90. M. M. Rahman, C. N. Podder, and A. K. Saha, "Backward Bifurcation Phenomena of Dengue Transmission in the Presence of Re-Infection and Imperfect Vaccine," GANIT: Journal of Bangladesh Mathematical Society, Vol. 45, No. 1, pp. 16–31, 2025.

Department of Chemistry

91. M. S. Alom, N. Acharya, A. N. Andriotis, M. Menon, and F. Ramezanipour, "Highly Active Water-Splitting Electrocatalyst Developed by the Creation of Oxygen Vacancies in a Perovskite Oxide," ACS Applied Energy Materials, Vol. 8, Issue 6, pp. 3369–3378, 2025.
92. I. Jahan, S. Saha, M. R. Islam, J. M. Khan, A. Islam, M. A. Hoque, and S. E. Kabir, "Phase Separation of Triton X-100 with Tetracaine Hydrochloride Drug: Understanding of the Effects of Potassium Electrolytes on the Physico-Chemical Variables and Interaction Forces," Colloid and Polymer Science, Vol. 303, pp. 1469-1483, 2025.
93. H. Akter, M. R. Islam, T. Hasan, M. Z. Uddin, J. M. Khan, P. Sen, Md. M. A. Hoque, and M. A. Goni, "Phase Separation, Binding Nature, and Physico-Chemical Variables of TX-100 + Crystal Violet Mixture: Effects of the Electrolytes and Hydrotropes," Colloid and Polymer Science, Vol. 303, pp. 1015-1030, 2025.
94. I. Jahan, M. Islam, T. Hasan, M. R. Islam, M. K. Banjare, K. M. Al-Anazi, M. A. Farah, Z. Kowsar, T. Islam, M. A. Hoque, and S. E. Kabir, "Physico-Chemical Investigation of Clouding Behavior, Thermodynamics, and Interaction Forces for Triton X-100 and Tetracaine Hydrochloride Mixture: Assessment of Effects of Electrolytes," ChemistrySelect, Vol. 10, Issue 1, 2025.

Department of HSS

95. M. Rukanuddin, N. M. Khan, AKM Zakaria, and S.Rahman "A Comparative Review of American and British English Variations and Their Pedagogical Relevance for EFL Learners" DUET Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 147-156, June 2025.
96. A. R. Forhad and G. M. Alam, "The Impact of Remittance on Financial Development in the Recipient Countries: A Comparison Between Highly- and Low-skilled Migrants," Migration and Development, Vol. 14, Issue 1, 2025.
97. M. T. Pervin and M. R. Khan, "The Impact of Social Media Marketing on Consumers' Buying Decisions in the Restaurant Industry: Mediating Role of Trustworthiness," Jindal Journal of Business Research, Vol. 14, Issue 1, 2025.
98. S. Rahman "Identifying Grammatical Errors in English Academic Writing Tasks of Undergraduate Engineering Students at DUET in Bangladesh," DUET Journal, Vol. 10, Issue 1, pp. 15-22, June 2025.
99. F. Sultana "Exploring the Key Determinants of Language Proficiency in Polytechnic Engineering Students: A Critical Examination Using PSA Framework," DUET Journal, Vol. 10, Issue 1, pp 105-121, June 2025.

100. M.S. Uddin, A. Öncel, M. Shoyeb, and M. Rashid "Understanding the COVID-19 Impacts on Industrial Production and Employment: Macro-level Evidence from Turkiye," Journal of Social Policy Conferences, Issue 88, pp. 152–162, 2025.

101. S. Sarkar, S. Islam, S. Rahman, M. Moniruzzaman, A. Haque, and F. Rahman, "Contribution of Banking CSR to the Healthcare Sector in Bangladesh," Bangladesh Journal of Medical Science, Vol. 24, No. 1, pp. 67–73, 2025.

102. A. Haque, "Integrating UTAUT and TPB Frameworks to Examine Digital Wallet Adoption: Evidence from University Students in a Developing Economy," DUET Journal, Vol. 10, Issue 1, pp 1-14, June 2025.

103. M. R. Rezvi, M. A. Hasan, Z. Islam, and M. K. Ahmmed, "Mental Health Impacts on Protestors and Victims' Families of the July Movement-2024 in Bangladesh," Mental Health: Global Challenges Journal, Vol. 8, No. 1, pp.102–111, 2025.

IWE

104. R. Sharker, M. R. Islam, M. B. Hosen, Z. Kader, M. T. Aziz, U. T. T. Humayra, M. A. Hossain, R. Pervin, M. Hasan, and A. Roy, "GIS-based AHP Approach to Flood Susceptibility Assessment in Tangail District, Bangladesh," Journal of Earth System Science, Vol. 134, No. 1, 2025.

ফটো স্টোরি

ডুয়েট-এর 'শহীদ মোস্তফা ক্যাফেটেরিয়া' নতুন বছরের শুরুতে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে। গত ১ জানুয়ারি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ক্যাফেটেরিয়ার শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আরেফিন কাওসার এবং পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) সহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডুয়েট সিআর (ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ) ফোরামের সঙ্গে গত ১ জানুয়ারি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন গত ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Enhancing Development for Government Academy (EDGE) প্রকল্পের আওতায় ডুয়েটের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি)-এর তত্ত্বাবধানে গাজীপুর ও এর পার্শ্ববর্তী জেলার ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের সরকারি কর্মকর্তাদের গত ১১ মার্চ থেকে ১৬ এপ্রিল Excellence in Service Delivery (ESD) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে পর্যায়ক্রমে মোট ৮টি ব্যাচের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয় এবং সর্বমোট ১৬০ (প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে) জনকে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) দপ্তরের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার (সিসিপিসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'ফ্রম ক্যাম্পাস টু কর্পোরেট: এ পাথওয়ে টু প্রফেশনাল এক্সিলেন্স' শীর্ষক একটি কর্মশালা গত ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় স্পীকার হিসেবে বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্যের ওয়ার্ল্ড একাডেমির কনসালটেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট রুপাক এম নাসরুল্লাহ জায়দি। উক্ত কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

DUET

Shaheed Abu Sayed
Administrative Building

Bijoy 24 Hall

ICT Incubator

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর